১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ
100% Pure
Dunmunbchkiy Products
মাত্র ২৬ টাকায় এক প্যাকেটে সকল
যজ্ঞ সামগ্রী
HAVAN SAMAGRI
Mob – 8902233863
Special Laxmi Puja and
Dipawali Samagri

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

Siddharth Singh
General Secretary
Yuva Kranti Morcha
&
National Convenor
NHRCI
Mob - 9239901058

কলকাতাঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র – ২৬ ভাদ্র, ১৪২১ঃ ৬ সেপ্টেম্বর – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.45, 6 September - 12 September, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

মমতা–মুকুল দ্বৈরথে পাল্টাচ্ছে সমীকরণ

সরগরম রাজ্য রাজনীতি

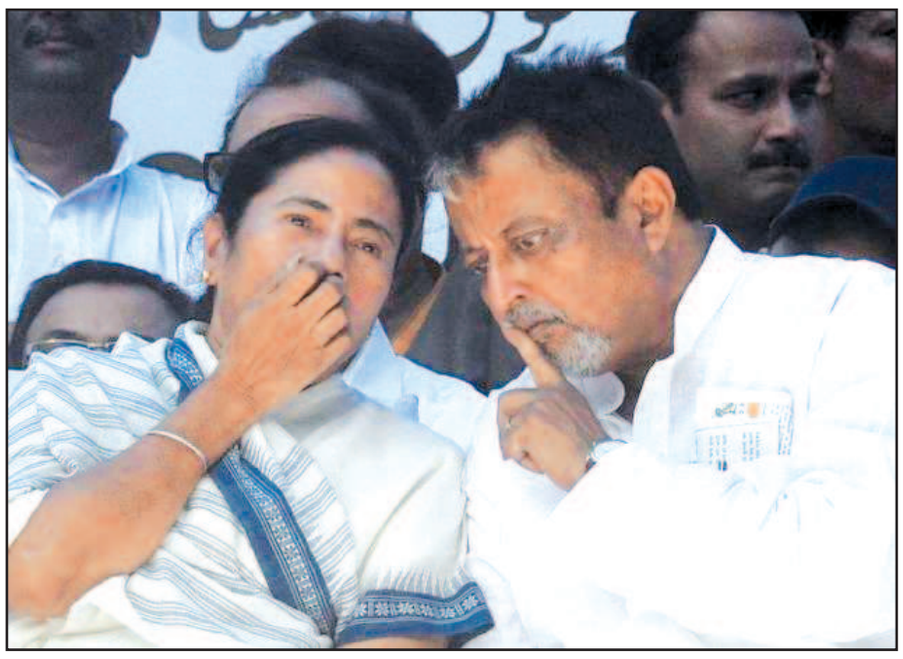

পার্থসারথি গুহ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম মুকুল রায়। একাধারে দলের সভানেত্রী, সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অপরদিকে সেই দলেরই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সম্প্রতি মুকুল রায়ের একটি সাংবাদিক সম্মেলনের পর থেকেই দাবানলের মতো এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে। যার জেরে রীতিমতো ত্রাহিত্রাহি রব তৃণমূল শিবিরে। পরে অবশ্য মুকুল রায় বলেছেন, তিনি নাকি আদৌ কোনও অভিপ্রায় নিয়ে এ কথা বলেননি। তিনি দারুণ ব্যাথিত, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদিও রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা মুকুলবাবুর কোনও উদ্দেশ্য সত্যিই না থাকলে তিনি কেন এই সংবাদকে চ্যালেঞ্জ করছেন না। তাছাড়া তাঁর বলা প্রতিটি শব্দ তো বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে। সেখানে তো পরিস্কার বোঝা গিয়েছে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতার আমলের যেসব স্বজনপোষণ (থুড়ি সুদীপ্ত পোষণ)–এর কথা উঠে আসছে তা থেকে নিজেকে ঝেড়ে ফেলার উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলে পরিচিত মুকুল রায়। মোদ্দা কথা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের সংস্থা সারদাকে রেলের ভ্রমণ পরিষেবা এবং ক্যাটারিং বিভাগের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন ও টেন্ডার বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই রেলের এই খাদ্য পরিবেশনার দায়িত্ব হাতে পেয়েছিল সারদা। এর ফলে এও প্রমাণ হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের সঙ্গে সারদার তথা সুদীপ্ত সেনের কতটা নাড়ির যোগ। এখানেই মুকুল রায় বুদ্ধি করে নিজেকে আলাদা করতে চাইছেন। ভাবগতিক এরকম যে মমতার আমলের অন্যায়ের ভাগীদার তিনি কেন হতে যাবেন। তাঁর আমলে তো আর এই অভিযোগ ওঠেনি। এই ধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে মুকুল রায় কার্যত 'সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না' নীতি নিয়ে চলছেন বলে ধারণা তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। অথচ এই প্রতিবেদকের ভালো মনে আছে রেলমন্ত্রী হওয়ার অব্যাবহিত পরেই নয়া দিল্লি এবং কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসের এক অনুষ্ঠানে এই মুকুল রায় বলেছিলেন পূর্বসূরী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করাই তার প্রধান লক্ষ্য। মমতার মডেলকে সামনে রেখে এগোবে ভারতীয় রেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই ছায়া সঙ্গীর কণ্ঠেই এখন উলট পুরাণ। যা মনে করাচ্ছে কিছু প্রবাদ বাক্যকে। ভালো সময় সঙ্গে থাকলেও অশনি সঙ্কেতের আগমন দেখতে পেয়েই কী মুকুলবাবুর এই পশ্চাদপসরণের চেষ্টা। অনেকে আবার ঘাসফুলের এই দুদে সংগঠকের মন্তব্যকে আগাম সতর্কতা হিসাবে দেখতে চাইছেন।অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি পরিস্কার বুঝিয়ে দিচ্ছেন সারদার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানোর অভিসন্ধি হলে সর্বাগ্রে পর্দা ফাঁস করবেন। মুকুল রায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের মধ্যে যে অভিশ্বাসের ছায়া তৈরি হয়েছে তাতে যারপরনাই খুশি রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এ ব্যাপারে নিজেদের স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াও তুলে ধরেছেন অনেকেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেতাজি নিয়ে দুই বার্তা

ভারতের সুপ্রিম কোট

নেতাজি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি প্রকাশের দাবি জানানোর 'অপরাধে' সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আইনজীবী ও পিটিশনারকে ৫০ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য করলেন। বিস্ময়কর এই রায় নিয়ে কিংবা এর নেপথ্য কারণ নিয়ে রাজনীতিক ও নেতাজি অনুরাগী মানুষজন আদালত অবমাননার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে নীরব। উল্লেখ্য, এ মাসের ২৭ তারিখ প্রধান বিচারপতি লোধার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

জাপানে প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রায় ৯০–১০০ বছরের কাছাকাছি জাপানের যে সমস্ত মানুষ যাঁরা নেতাজির সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের স্মৃতিকথা ক্যামেরা বন্দি করতে নরেন্দ্র মোদি পেশাদার ভিডিও গ্রাহকদের জাপান পাঠাবেন বলে জানান। তিনি একাধিক বৌদ্ধমন্দিরে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেও তথাকথিত নেতাজির চিতাভস্ম রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর পূর্বসুরীদের মতো যাননি অকারণে বিতর্ক উস্কে দিতে।

শিশু–কন্যা পাচার প্রতিরোধে অভিনবসভা মগরাহাটে

শুভজিৎ দাস

মগরাহাট: গত ৩ সেপ্টেম্বর মগরাহাট–২ নম্বর ব্লকে একটি নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করল বারুইপুরের নিষ্ঠা নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নমিতা সাহ, বিডিও খোকন চন্দ্র বালা, সভাপতি টিঙ্কু ঘোষ, সহ–সভাপতি খয়রুল হক লস্কর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার তপন দাস ও আরও অনেকে।

উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট থানার ওসি। এই অনুষ্ঠানে বিডিও বলেন, 'আমাদের ব্লক থেকে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করা হবে। তিনি এ কথাও বলেন দারিদ্র পরিবারের মেয়েরাই এই পাচারের শিকার হয়। যেভাবেই হোক আমাদের রোধ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মগরাহাট থানার ওসি বলেন, 'নিষ্ঠা যে অ্যান্টি ট্রাফিকিং ওয়ার্কশপ করেছে সেটি আমি সমর্থন করছি। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, এরকম ওয়ার্কশপ শুধুমাত্র চার দেওয়ালের ভেতরে না করে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও জনসম্মুখে করলে আরও ভাল হবে।' সহ–সভাপতি খয়রুল হক লস্কর বলেন, 'নিষ্ঠা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মগরাহাট–২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নারী সমাজকে আরও উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন। যাতে বাড়ির মেয়েরা শিক্ষিত হতে পারে এবং যাতে অন্য কোনও প্ররোচনামূলক কাজের শিকার না হয়। তপনবাবু আরও বলেন, 'আমরা এই অ্যান্টি ট্র্যাফিকিং প্রজেক্ট জেলার বিভিন্ন জায়গায় শুরু করেছি। এছাড়াও আমরা মহিলাদের স্ব–নির্ভর করে তোলার কাজ করি এবং আমরা মহিলাদের শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি, ও নিজেদের রোজগারমুখী করে তুলি।' এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী।

আর্ত মৎস্যজীবীদের সাহায্যার্থে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: মাসখানেক আগে বঙ্গোপসাগরে ট্রলার ডুবিতে মৃত ও নিখোঁজ কাকদ্বীপের ৭ মৎস্যজীবীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। বুধবার কাকদ্বীপের প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক সাহায্য ও নতুন জামাকাপড়। মন্ত্রী বলেন, 'কাকদ্বীপ এলাকায় হাজার হাজার মৎস্যজীবীরা বাস করেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরা গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে যান। কিন্তু প্রকৃতির রোষে পড়ে অনেক মৎস্যজীবী মৃত্যু'র মুখে পড়ে। অনেকে আবার নিখোঁজ থেকে যান। এই অসহায় পরিবারগুলোকে সবরকম সরকারি সাহায্য করা হবে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই সাহায্য করা হল। আগামী দিনে এই পরিবারকে সরকারি প্রকল্পে বাড়ি ও অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হবে। সাহায্য পাওয়ার পর অসহায় পরিবারের মহিলাদের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিন রাজ্যের মধ্যে প্রথম প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়েবসাইট চালু করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি এদিন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ভূমিহীন ১০৩৯ জনকে বাড়ি তৈরির জন্য জমির পাট্টা দেওয়া হয়। গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম পর্যায়ের ২৪ হাজার ২৫০ টাকা করে তুলে দেওয়া হয় একশ জনের বেশি মানুষের হাতে। এই পঞ্চায়েত সমিতির নানান পরিষেবা তুলে দেওয়া হয় বসবাসকারীদের। দশটি পরিবারকে দশটি করে ছাগলছানা দেওয়া হয়। মৎস্যজীবীদের সাইকেল–সহ মাছ ধরার যাবতীয় সরঞ্জাম ও চেক দেওয়া হয়। মাছ বিক্রেতাদের দেওয়া হয় ইনসুলিন বাক্স। পরিষেবা প্রদান করে মন্ত্রী বলেন, 'মা–মাটি–মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় গরিব মানুষের জনপ্রতিনিধিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। গ্রামের উন্নয়ন হলে রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন হবে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। এদিন উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিত নাথ, বিডিও অভিজিৎ চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস প্রমুখ।

ভূতের ভয় স্কুল ছাড়ছে পড়ুয়ারা

গুণিন দিয়ে যজ্ঞের প্রস্তুতি

মেহবুব গাজি

কাকদ্বীপের বাঘেরচক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের চারপাশ বড় বড় শাল,মেহগনি, ঝাউ দিয়ে ঘেরা। সামনের নয়ানজুলি কচুরিপানায় ভরা। স্কুলের অদূরেই রয়েছে একটি পুরনো গুদামঘর। আর এই তালাবন্ধ গুদামঘরকে ঘিরে ভূতের ভয় ও আতঙ্ক দানা বেঁধেছে স্কুল পড়ুয়া কচিকাঁচা থেকে অভিভাবকদের মনে। পড়ুয়ারা ভয় পাচ্ছে স্কুলে আসতে। দিন দিন তাদের হাজিরার সংখ্যা কমছে। যারা বা আসছে তাদের বগলদাবা করে নিয়ে আসছেন অভিভাবকরা। আতঙ্কিত অভিভাবকদের মধ্যে চলছে ভূত তাড়ানো নিয়ে নানা গবেষণা। খোঁজ চলছে এলাকার ডাকসাইটে গুণিনদেরও। আগামী পূর্ণিমার রাতে স্কুলের মধ্যে গুণিন দিয়ে যজ্ঞ করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন গ্রামবাসী এবং অভিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজি না থাকলেও স্থানীয় গ্রামবাসী এবং অভিভাবকদের ভাবাবেগের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। আতঙ্কের সূত্রপাত সপ্তাহখানেক আগে। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর দুই ছাত্রছাত্রী সাবিনা কাতুন ও রুদ্র পাল ক্লাস চলাকালীন কয়েকদিনের ছাড়াছাড়িতে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ভুল বকা শুরু করে। এমনকি দুজনেই অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ করতে গ্রামের চন্দন বেরা নামের এক গুণিনকে ডেকে আনা হয়। গুণিন চন্দন নিদান দেয় 'স্কুলের পাশের পোড়ো গুদাম ঘর থেকে ভূত যাতায়াত করে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। স্কুলে যজ্ঞ করলে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হবে।' ব্যাস। এই কথা চাউড় হতেই পড়ুয়াদের হাজিরা কমতে শুরু করে। অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা বারে বারে বৈঠক করেন। এলাকার সংখ্যালঘু ও মৎসজীবী পরিবারের সন্তানরা এই স্কুলে পড়ে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫০। স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ম করে দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা পাঁচ। তারাও ভয় কাটাতে জেরবার। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুলে পাওয়া গেল অভিভাবক মধুমিতা দাস, আল্পনা পালকে। তারা জানালেন, 'ছেলে–মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে বলছে ক্লাসের মধ্যে রক্ত পড়ে থাকে। এর পর দুই ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর ছেলেমেয়েরা আর ভয়ে স্কুলে যেতে চাইছে না। তাই আমরা ছেলেমেয়েদের ক্লাস করার সময় বসে থাকি। আমরা চাই গুণিন ডেকে যজ্ঞ করে ভূতের উপদ্রব কমাতে।' চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী সাইনাজ খাতুন বলে, 'স্কুলে আসতে ভয়ে লাগে। সবসময় গা ছমছম করে। সবাই বলছে স্কুলে ভূত আছে।' প্রধান শিক্ষক নীহার মহাপাত্রকে বৃহস্পতিবার স্কুলে পাওয়া যায়নি। তবে সহ–শিক্ষক সনাতন তাঁতি বলেন, 'আমরা কু–সংস্করের ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু স্থানীয়দের ভাবাবেগকেও আঘাত করতে পারছি না। আমরা চাই পড়ুয়াদের ভয়টা কাটুক।' পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে কাকদ্বীপ শাখার সদস্য সৌম্যকান্তি জানার নেতৃত্বে একটি দল স্কুলে যাবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে। কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিত কুমার নাথ বলেন, ' বিডিও–কে বিষয়টি জানাচ্ছি। মেডিকেল টিম–সহ প্রশাসনের টিম পাঠানো হবে। কুসংস্কার কাটাতেই হবে।'

ছবি: বিশ্বজিৎ হালদার

চাই মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের অনুগত গোলাম বানাবার লক্ষ্যে শিক্ষার চর্চা, প্রসার ও পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিজাতীয় ভাবধারার ফলে এ দেশীয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয় নানা জটিল রসায়নের মাধ্যমে এগিয়েছে। কঠোর গোঁড়ামি বনাম তথাকথিত উদারতার মাঝে যে মন্থণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার অমৃতভাণ্ডে একে একে সঞ্চিত হয়েছে রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, শ্রী অরবিন্দ, রবিঠাকুরের তো একে একে উঠে আসা শিক্ষানক্ষত্রের Milkiway বা আকাশগঙ্গা। বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই তৈরির নানা পরীক্ষা, গবেষণা আর নিরীক্ষার অন্তরালে হারিয়ে গিয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষার অভিমুখ। স্বদেশি, বিদেশি কিংবা আত্মসর্বস্ব শিক্ষার বিবাদ বিতর্কের প্রলয়ঙ্করী তালে সুর লয় ছন্দ কেটে গিয়েছে বারংবার। উডডেসপ্যাচ কিংবা চুঁইয়ে পড়ার শিক্ষা নীতির ফল্গুধারা লক্ষ–কোটি ভারতবাসীকে আজও প্রকৃত ভারতবাসী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। তাই আজও জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য বাজেটে অনেক বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ করতে হয়। কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, রেড করিডর কিংবা বাৎসরিক জাতিদাঙ্গা, জাতপাত সংঘর্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা আর রক্তধারা বয়ে যায় গঙ্গা,গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র দিয়ে। শুধুমাত্র মানবিক মূল্যবোধের অভাবে প্রতিদিন নিঃশব্দে হত্যা হয় কন্যা ভ্রূণ। পণের বলি হয় দেশের মাতৃশক্তির প্রতীক নারীরা। অপমানিত দেশজননীর সামনে চলছে পণ্য–সংস্কৃতির উদ্দাম নৃত্য। ভোগবাদ আর আত্মসর্বস্ব শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে হারিয়ে যাচ্ছে মূল্যবোধ। অর্থ আর বৈভবের প্রেত–নৃত্য রাজনীতির অঙ্গনে নিত্যনতুন এক একটি ভঙ্গিমায় 'ঘোটালা' পরিবেশন করছে। শুধুমাত্র ভৌগলিক কিংবা রাজনৈতিক সীমানায় নয়, আজ সমাজ জীবনেও স্বামীজি, নেতাজির 'ডিভাইন মাদারল্যান্ড', ইন্ডিয়া আর ভারবর্ষে বিভক্ত। মূল্যবৃদ্ধির বিপরীতে চলছে মূল্যবোধ।

শিক্ষার মূল কেন্দ্রে আজ মূল্যবোধের স্থান সংকুচিত। শিক্ষাকে সুকৌশলে পণ্য করে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। সঠিক শিক্ষার অধিকার সংবিধান স্বীকৃতি দিলেও প্রয়োগে চলছে বীভৎস বিকৃতি। ফুটস্ক্যাম থেকে কোলগেট কিংবা টুজি থেকে কমনওয়েলথ সর্বত্রই রয়েছে একটি মাত্র 'ফ্যাক্টর' এই সাধারণ মিলটি অধিকাংশ রাজনীতিক যত্নে লালিত করছেন বহুদিন দুর্ভিক্ষ। শুধুমাত্র এবং একমাত্র দেশপ্রেমের অভাবই রাজনীতিকদের নানা অপরাধ চুরি, স্বজনপোষণ, নিষ্ঠুরতা আর অনায়াসে দেশের স্বার্থকে বিকিয়ে দেওয়ার সাহস জোগায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষে অজস্র পরিকল্পনা, জল্পনা, সেমিনার, পুরস্কার শিক্ষাকে কেন্দ্র করে হয়েছে কিন্তু অসৎ রাজনীতিকদের কলঙ্কিত স্পর্শে শিক্ষার সুফল মিলেছে নগণ্য। আশাব্যাঞ্জক নানা পরিসংখ্যান প্রচার করা হলেও ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত কোণায় পৌঁছায়নি। অথচ এমনটা হবার কথা ছিল না। দেশে অতীতে ও বর্তমানে কোনওদিন শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদের অভাব হয়না।

এরপর পাঁচের পাতায়

৮ হাজারি নিফটি, সতর্কতা আবশ্যিক

শুদ্ধাশিস গুহ

নরেন্দ্র মোদির সরকারের একশত দিন পূর্তির মধ্যেই ভারতীয় নিফটি পৌঁছে গেল তার সর্বাধিক সেরা অবস্থানে। গত সোমবার দিনটা শুরুর পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে আজ কিছু একটা করে দেখাবে ভারতীয় সূচক। মর্নিং শো'জ দ্য ডে ফর্মুলা মেনে শেষপর্যন্ত একটা রেকর্ড অবস্থানে থেকে নিফটি এবং সেনসেক্স তাদের খেল দেখালো। এতদিন পর্যন্ত শচীন, সৌরভের অনেক রেকর্ড আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ক্রিকেট মাঠে। ফুটবলেও ওডাফা, ব্যারেটো, র‍্যান্টি কিংবা বঙ্গজ দীপেন্দু বিশ্বাসরা অনেক কীর্তি স্থাপন করেছেন। এবার দেশবাসী খেলা বা রেকর্ড গড়ে ওঠা দেখল খোদ দেশের অর্থনীতির মাঠে। ভারতীয় নিফটি

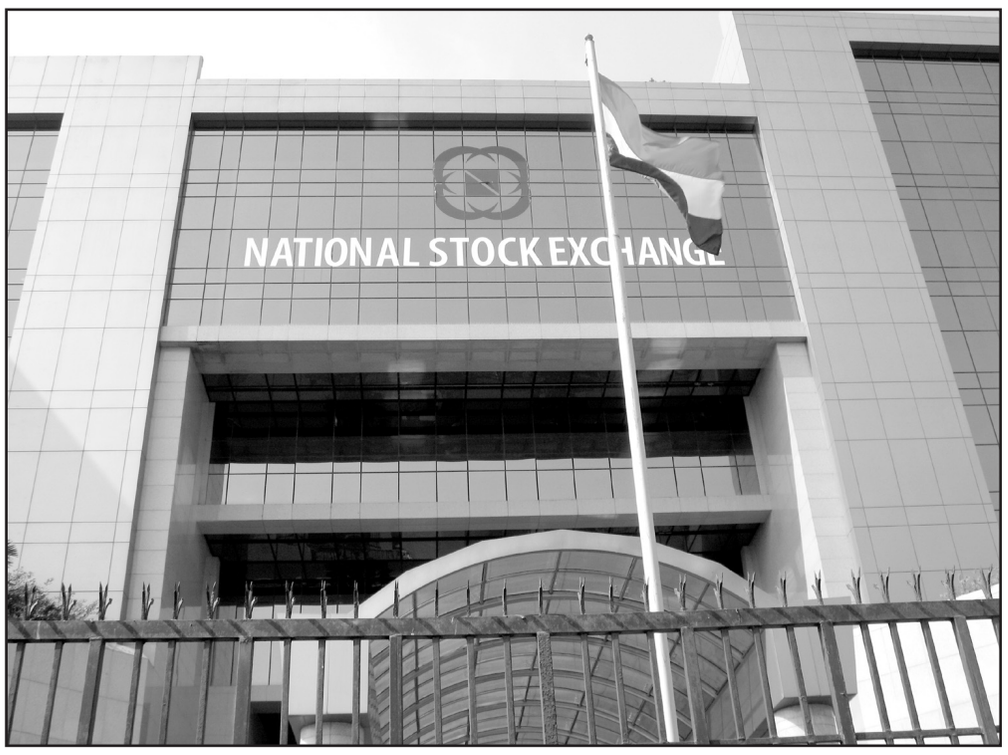

প্রথমবারের জন্য ছুঁয়ে ফেলেছে ৮ হাজারের ঘর। আর সেনসেক্স গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজারের ঘরে।

নিফটির থেকে মুম্বই সেনসেক্সের গতি তুলনামূলক শ্লথ। যদিও খুশিতে ভরপুর শেয়ার বাজারের এক কর্তা জানালেন যখন শচীন বা ধোনির মতো প্লেয়াররা মেরে খেলেন তখন অপরপ্রান্তে অর্থাৎ ননস্ট্রাইকারে থাকা ব্যাটসম্যান উইকেট আগলে রাখেন। পরেই তার রসিকতা, ধরুন মারকুটে নিফটির পাশে সেনসেক্স সেই অ্যাঙ্কর রোল প্লে করছে। সাধারণ লগ্নিকারী অবশ্য অতশত ভাবছেন না। শেয়ার বাজারের এই রমরমায় তাঁরা বেজায় খুশি। তাঁদের আনন্দে ইন্ধন জুগিয়ে আন্তর্জাতিক শেয়ার বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে আগামী চারবছরের মধ্যে ভারতীয় নিফটি আরও চারগুণ বাড়তে পারে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে এখন কি মুডে রয়েছে ভারতীয় আর্থিক সূচক।

এজন্য অবশ্যই হ্যাটস অফ করতে হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদরদাস মোদিকে। যেভাবে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন তিনি এবং তাঁর দল ঠিক সেভাবেই যেন ভারতীয় অর্থনীতিকে চালনা করছেন। মোদির পরের পর বিদেশ সফরেও আস্থা বাড়ছে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি। ব্রাজিল, জাপান, ভুটান, নেপালের মতো দেশেও যখন মোদি পৌঁছে গিয়েছেন তখন সেদেশের মানুষ তাঁকে রীতিমতো আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় যখন মোদি যাবেন তখন নিশ্চিতভাবেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার। সেই সফরের

অর্থনীতি

দিকেও দারুণভাবে তাকিয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। তবে শেয়ার বাজারের এই উত্থানের মধ্যে কিন্তু খানিকটা সতর্কতা বাঞ্চনীয়। কারণ অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে শিখরে আরোহনের পর হঠাৎ করেই রসাতলে নিমজ্জিত হয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস বা প্রথমার্ধের কথা। ভারতীয় নিফটি সেসময় পৌঁছে গিয়েছিল তৎকালীন সেরা উচ্চতায়। নিফটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৩০০ এবং সেনসেক্স ২১ হাজারের ঘরে। সারা বিশ্ব জুড়ে তখন মন্দার ঘোর আবহ। আমেরিকার করাল ছায়া ঘনিয়েছে সারা দুনিয়ার আর্থিক বাজারের ওপর। তাও ভারতীয় শেয়ার বাজার তখনও দৌড়ে যাচ্ছিল মসৃণ গতিতে।

কিছু ভারতীয় শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ঘটা করে গণমাধ্যমে বলাও শুরু করেছিল বিশ্বের যে সমস্যা তা আদৌ ভীতিকর নয় ভারতীয় বাজারের প্রেক্ষিতে। যদিও এই আহাম্মকদের উক্তিকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে তার কিছুদিন পর থেকেই পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। উঠতে যতটা সময় লেগেছিল তার থেকে অনেক কম সময় ধাবিত হয়েছিল নিচের দিকে। বলাইবাহুল্য ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্সের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছিল। ২১ হাজারের ঘর থেকে সেনসেক্স এসে দাঁড়ায় ৭৮০০ তে। আর নিফটি। ৬৩০০ এর পর্বতশৃঙ্গ থেকে তা এসে ঠেকে ২২০০ এর ঘরে। এত বড় পতন অবশ্য ভারতীয় শেয়ার বাজারে খুব কমই হয়েছে। তাও এই উত্থানের জমানায় মশগুল হয়ে থাকা আনকোরা লগ্নিকারীদের কিছুটা সতর্ক করতেই এটা বলা হল। এই আট হাজারির নিফটি কালে তাঁরা যেন অবশ্যই লাভে থাকা হাতের মাল বেচে দেন। কারণ পরে আবারও সুযোগ আসবে সস্তায় যা কিনে নেওয়ার।

এটা শুধু এই বাজারের বলে নয়। ব্যবসার সার্বিক নিয়ম হিসেবেই ধরা হয়। তাও দেখা যায় অনেক মানুষ অত্যধিক লোভের বশবর্তী হয়ে প্রচুর লাভ পাওয়া সত্ত্বেও হাতের মাল বিক্রি করতে চান না। অভিজ্ঞতা বলে এটা একধরণের হারাকিরি। কারণ এর ফলে সুবর্ণ সুযোগ হারাতে হতে পারে। তাই শেয়ার বাজারের প্রাথমিক শর্ত মেনে অবশ্যই মাঝেমধ্যে লাভের ফসল ঘরে তোলা উচিত। নতুবা পস্তাতে হতে পারে। ভারতীয় নিফটি যখন ৬ হাজারের ঘরে ছিল তখন অনেকেই হাতের মাল বিক্রি না করে ভুল করেছেন। সেই একই ভুল যাতে আর না হয় তা সাধারণ লগ্নিকারীদের মনে করিয়ে দিতেই এই লেখার মাধ্যমে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস চালানো হল। তবে এই ভরপুর বাজারে ক্রেতাদের হতোদ্যম করা এই লেখার লক্ষ্য নয়। বরং আর পাঁচজন শেয়ার মার্কেট অভিজ্ঞর মতো এই প্রতিবেদকেরও ধারণা গাড়ি যখন চলমান থাকে তখন তাতে সওয়ার হওয়া উচিৎ। থেমে থাকা গাড়িতে ওঠা বা স্থিমিত থাকা স্টকে অর্থ বিনিয়োগ করা ঠিক কাজ নয়।

পাশাপাশি আবার অতিরিক্ত লাভের আশা থেকে দূরে থেকে প্রয়োজনমতো হাতের পণ্য বিক্রি করা সঠিক পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। শেয়ার বাজারে নিয়ম বলছে বাজারে এই যে প্রবল উত্থান তা হয়তো বজায় থাকবে ঠিকই তবে এর মধ্যে একবার কারেকশন বা সংশোধনী আসা বাধ্যতামূলক। না হলে অনেক শেয়ারের দাম কিন্তু ওভারভ্যালু হয়ে উঠবে। তাই বাজারে ছোটখাটো পতন যখন তখন সংগঠিত হতে পারে। এই পরিস্থিতিকে আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন শেয়ার কেনার সুযোগ হিসেবে। কারণ অকস্মাৎ বাজারে একটা অস্থিরতা এলে অনেক ভালো শেয়ারের দামে কিছু ঘাটতি আসতে পারে। শেয়ার বাজারের এই অস্থিরতা সারা দুনিয়া জুড়েই পরিলক্ষিত হয়। তাও অনেকটা টি-টোয়েন্টির মেজাজে লগ্নিকারীরা বাজারের উত্তাপ নেন। এ কথা ঠিক আপনার যদি হৃদরোগজনিত সমস্যা থাকে তবে কিন্তু শেয়ার বাজারের উত্তেজনা থেকে একটু দূরে থাকাই সমীচিন। চিকিৎসকরাও শেয়ার বাজারের উত্তেজনা থেকে দূরে থাকতে তাদের রোগীদের পরামর্শ দেন। তাও কথায় বলে না ভবি ভোলার নয়। এই আপ্তবাক্য মাথায় রেখে দিনের পর দিন ধরে শেয়ার বাজারের এই তাপপ্রবাহকে সঙ্গে নিয়েই সময় কাটান ট্রেডাররা। বিদেশি ফান্ডের উপর নির্ভর করে এখন তড়তড়িয়ে বাড়ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। একইসঙ্গে এই ব্যাপারে সতর্কতা দরকার। না হলে অনেক হওয়া কাজ ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।

তাছাড়া এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় বাজারে লগ্নির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এফ-২ বা বিদেশি ফান্ডগুলি। এক সময় এরাই ব্রাজিলের বাজারকে তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল। সুতরাং বাজারের উত্থানে যেমন এদের হাত আছে তেমন পতনকে গতি দিতেও পারেন এরা। তাই সন্তর্পণে পা ফেলা বেশি জরুরি। না হলে কিন্তু শেয়ার বাজারকে ঘিরে বর্তমান আনন্দ-উৎসব সহজেই নিরানন্দে পর্যবসিত হতে পারে। তাই শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাল মেলাতে হবে। তা বলে আবেগের বশীভূত হয়ে ভেসে গেলে চলবে না। কারণ একটি ছোট ভুল সিদ্ধান্ত আপনার পোর্টফোলিও কে বিগড়ে দিতে পারে। আর যারা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এখানে অর্থ লগ্নি করছেন তাদের জন্যে বলা স্টক হাতে ধরে রাখা ভালো কাজ। তা বলে অন্তত এক বছর পরে হলেও একবার নিজের হাতের মাল বিক্রি করা উচিত।স

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ সেপ্টেম্বর – ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

মেষ: মানসিক চিন্তাধারার কোনও পরিবর্তন হবে না। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা এলেও অর্থ পাবেন। প্রেম-প্রীতির দিকে ঝোঁক না দেওয়া ভাল। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। পতি-পত্নীর মধ্যে মতোবিরোধ ঘটবে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন।

বৃষ: জ্ঞানী-গুণী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়র সাহায্য পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভাশুভ মিশ্রফলের যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার দিকে মন আকৃষ্ট হবে। সদগুরু লাভ হবে।

মিথুন: ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের আশা করা যায়। গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে।

কর্কট: মনে আশাগুলি পূর্ণ হতে পারে। একটু চেষ্টা করলে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবনে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলে যোগ রয়েছে। স্নেহ-প্রীতিকে কেন্দ্র করে গোলমাল ঘটতে পারে। বাধা থাকলেও দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। বুঝে চলতে হবে।

সিংহ: আপনার উচ্চ মানসিকতা ও মনোবলের জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। অপরের দয়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগর রয়েছে। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। আয় ভালই হবে।

কন্যা: আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। নিজের ভুলের জন্য নিজেকেই মাশুল গুনতে হবে। সন্তান বিষয়ে শুভ হলেও চিন্তা থাকবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে পারবেন না। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে বুঝে হাত দিতে হবে।

তুলা: মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ না করলে ক্ষতি হতে পারে। পতি-পত্নীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব সৃষ্টি হবে। বন্ধু-বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। আপনি যে দায়িত্ব নিয়ে চলছেন তাতে সফলতা আসবে। মনের উদ্বেগ ধীরে ধীরে কাটবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃশ্চিক: চলাফেরায় যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। শিক্ষায় সাফল্য লাভ করবেন। পিতার সাহায্য লাভে আপনার মঙ্গল হবে। মানসিক চিন্তাধারায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ অথবা কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণে যেতে পারেন।

ধনু: শরীরের দিকে নজর না দিলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিশেষ করে যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। ভাগ্য ও কর্মের শুভযোগ আপনি উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পারবেন।

মকর: সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে আগের তুলনায় কিছুটা ভাল হবে। কর্মে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। লেখাপড়ায় অমনোযোগীতার জন্য ক্ষতির যোগ রয়েছে।

কুম্ভ: শরীর সম্বন্ধে তেমন শুভ ফল পাবেন না। কথাবার্তায় সংযত থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রুতায় অর্থক্ষতির যোগ রয়েছে। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন ন। সন্তানের ক্ষেত্রে এই যোগাটি শুভদায়ক নয়।

মীন: মাথারকষ্টেকষ্টপাবেন।রক্তেরউচ্চচাপজনিতপীড়ায়কষ্টলেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়, আয় মোটামুটি ভালই হবে। বায়ুরোগ বা স্নায়ুরোগ আপনাকে কষ্ট দেবে।

সোনায় সোহাগা হবে বাঙালি?

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনার দাম কি কিছুটা কমতে পারে? মানে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী কিছুটা যদি নাগালের মধ্যে আসে এই হলুদ বর্ণ ধাতুটি তাহলে আর তাদের পায় কে। এখন প্রশ্ন কেনই বা নিচে আসবে সোনার দাম? সাধারণভাবে শেয়ার বাজারে একটি চালু কথা আছে। তা হল। যদি ইক্যুইটি বা শেয়ারের গ্রাফ যদি উর্দ্ধমুখী হয় তাহলে নাকি কমোডিটি মার্কেটে মন্দা আসে। এই কথা বা প্রবাদ কিছু কিছু সময় অবশ্যই প্রযোজ্য। আবার অনেক সময় এরকমও হয়েছে যে শেয়ারের বাজার এবং সোনা দুয়ের দামই বেড়েছে বা কমেছে। আবার ভয়াবহ আর্থিক মন্দার সময়ে বিশ্ব শেয়ার বাজারে থরহরি কম্প দেখা দিলেও সোনার দাম সেইসময়ই রেকর্ড উত্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এখন ভারতীয় শেয়ার বাজার তার সেরা সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতির মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক যে সোনার দাম তাহলে বড়সড় পতনের দিকে এগোচ্ছে। যদিও বিশেষজ্ঞ মহলে এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত আশায় দিন গুণছেন যেন সোনার দামে একটু হলেও শ্লথ গতি বা মন্দা আসে। তাহলে বিয়ের মরশুমের আগে সোনা কিনে ফেলা সম্ভব হবে। যার ফলে নিজেদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব। সোনা ধাতুটির প্রতি বাঙালি বরাবরই খুব নস্টালজিক। তার খাওয়া হোক না হোক সোনা অবশ্যই মজুত করে রাখতে হবে। আর সেই স্বর্ণ ভাণ্ডার যেন সমুদ্রের মতো। যার মধ্যে থেকে যতই খানিকটা তুলে নেওয়া যাক না কেন, সেই অফুরন্ত সম্পদ কমে না কোনওভাবেই। সোনার প্রতি বাঙালির মোহ নিয়ে তৈরি হয়েছে বহু বিখ্যাত রচনাও। যার ওপর আবার সিনেমাও নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবিঠাকুরের 'মণিহার'। যাতে দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র সোনার লোভে মৃত্যুর পরেও ফিরে এসেছেন তাঁর আত্মা। মণিহারের জন্য বিদেহীর আগমণ আসলে প্রতীকি। এর মাধ্যমে বিশ্বকবি বুঝিয়েছেন সোনা বাঙালির জীবনে কত বড় সম্পদ। তাই সোনার দাম যদি পড়তির দিকে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে পোয়া বাড়বে এই অবেহলিত জাতির।

ক্ষুদ্রশিল্পে কাজের সুযোগ বাড়াতে রাজ্য সরকারের নয়া কর্মসূচি

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৩-২০১৮ সালের এমএসএমই নীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি দফতর (এমএসএমই) আর বস্ত্র দফতর রাজ্যের উৎপাদনমূলক ও পরিষেবামূলক উদ্যোগের পাশাপাশি অনুসারি শিল্পকেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। চলতি ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্পের পণ্যসামগ্রী বিপণনের ক্ষেত্রেও রাজ্যের আয়তন বাড়ানো হবে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ। ফলে আগামী ১০ বছরে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে। আর এই কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য এইসব কর্মসূচি ও নতুন উদ্যোগ নিয়েছে:

১) নতুন পোর্টাল: ব্যবসা করতে চাইলে নতুন উদ্যমীদের যাতে কোনও সমস্যায় পড়তে না হয়, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ দফতর চালু করেছে নতুন পোর্টাল My Enterprise.wb. রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ গড়ার ক্ষেত্রে এই পোর্টাল ওয়ান স্টপ শপ হিসেবে কাজ করবে। এই পোর্টাল থেকে উদ্যমীরা জানতে পারবেন – ক্ষুদ্রশিল্পের আইন-বিধি, সরকারি সুবিধা, নতুন বা চালু ব্যবসার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যগী হিসেবে নাম নথিভুক্তিকরণ ও কারখানা আইন। এছাড়াও এই সাইটের মাধ্যমে ব্যবসা করার নানা অনুমতি, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদির জন্য আবেদনের উপায় জানা যাবে। বিস্তারিত জানতে লগ অন করতে পারেন এই ওয়েবসাইটে – www.mssewb.org।

২) মেগা টুলরুম: ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও মানবসম্পদ সরবরাহে সাহায্য করতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করেছে এমএসএমই টুলরুম। প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বাড়ানোর কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং-সহ প্লাস্টিক, মোটরগাড়ি সংক্রান্ত ও এয়ার স্পেসের শিল্পগুলির মতো উচ্চমানের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রম দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে এই মেগা টুলরুম। এই প্রকল্প থেকে পাওয়া যাবে এইসব সুবিধা:

ক) ডিজাইন ও উৎপাদন: পণ্য তৈরি, তার প্রক্রিয়া, উৎপাদনশীলতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও ডিজাইনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রিসিশন ডাই ও টুল, মোল্ড, জিগ, ফিক্সার ইত্যাদির ব্যবহার ও সেগুলির তদারকি আর পণ্যের উন্নত ডিজাইনের জন্য যন্ত্র সংক্রান্ত উদ্ভাবনা।

খ) ট্রেনিং ও দক্ষতা বৃদ্ধি: টুল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স ও সার্টিফিকেট কোর্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোর্স পাশদের ও আইটিআই সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের জন্য টুল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অ্যাডভান্সড কোর্স পড়ানোর পাশাপাশি শিল্পসংস্থায় কর্মরতদের ট্রেনিংও দেওয়া হয়।

গ) বিশেষ কনসালটেন্সি ও টার্নক প্রকল্প: প্রশিক্ষণ কর্মসূচি / প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যক্রমের বিষয় তৈরি ও টার্নক প্রকল্পগুলির তদারকি করা। এই টুলরুমে ট্রেনিং দেওয়া হয় প্রায় ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ প্রার্থীকে।

ঘ) প্রযুক্তিগত সহায়তা কেন্দ্র: সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহারের অভাবে রাজ্যের অনেক শিল্প আজ রুগ্ন বা স্বল্প লাভে চলছে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পে এসেছে নতুন প্রযুক্তি, যা ব্যবহার করলে বন্ধ ও অলাভজনক শিল্পসংস্থা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এই অবস্থার মোকাবিলা করতে সিএসআইআর'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি, উদ্যোগ দফতর ও বস্ত্র দফতরের একটি প্রযুক্তি সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া রয়েছে। এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য হল – ক) রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের প্রযুক্তিগত চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে 'এক জানালা তথ্য সহায়তা।' খ) সিএসআইআর প্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট শিল্পের উন্নতিকরণ। গ) ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের উদ্ভাবনীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রযুক্তির ফাঁক মূল্যায়ণ করা আর এইসঙ্গে প্রযুক্তি উন্নয়নকারীর সঙ্গে আলোচনা করে শিল্পের চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটানো।

যোগাযোগের ঠিকানা: শিল্প কারখানা গড়ার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় – ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের প্রযুক্তি সহায়তা কেন্দ্র, সিএসআইআর, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৬ রাজা এসসি মল্লিক রোড, কলকাতা-৩২। এছাড়া সাহায্য পাবেন এইসব সংস্থা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, খড়গপুর আইটিআই, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু) আর এমএসএমই টুলরুম।

নকশা সহায়তা কেন্দ্র: এছাড়া হস্তশিল্পের উন্নতির দিকেও রাজ্য সরকার এখন বিশেষ নজর দিয়েছে। তাঁত ও হস্তশিল্পীদের দক্ষতা বাড়াতে একটি নকশা কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল, হস্তশিল্পীদের দক্ষতা বাড়াতে আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করানো। আধুনিক রুচি ও পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিক্রি বাড়াতে হলে নকশার ক্ষেত্রে আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটানো জরুরি। কলকাতার নামী পেশাদার ডিজাইনাররা এখানে ট্রেনিং দেবেন। ট্রেনিং ছাড়াও নকশা প্রদর্শন, প্রেক্ষাগৃহ, নকশা, গ্রন্থাগার ও কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজাইনিংয়ের জন্য ক্যাড ইউনিটের সুযোগ পাওয়া যাবে।

যোগাযোগের ঠিকানা: ডিজাইন ফেসিলিটেশন সেন্টার, তন্তুজ ভবন, ডিডি ব্লক, ৬ তলা, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪।

রাজ্য সরকারের নয়া আর্থিক সহায়তা

১। মহল্লা উন্নয়ন কর্মসূচি / গুচ্ছ প্রকল্প উন্নয়ন কর্মসূচি: একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকা একই ধরনের অন্তত ২৫টি উদ্যোগী সংস্থা এই সুযোগ নিতে পারবে। এই প্রকল্পে এসব সাহায্য পাওয়া যাবে: ক) উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে বাজার সমীক্ষা, মহল্লাটির সম্ভাবনা নির্ধারণ, শিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানো, মহল্লা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদির জন্য সর্বাধিক ২৫ লক্ষ টাকা। খ) মহল্লা উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া উদ্যোগীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিতে একটি সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র গড়তে সর্বাধিক ১৫ কোটি টাকা।

২। ব্যক্তি উদ্যোগীদের জন্য আর্থিক উৎসাহ দান: ১) মূলধনী বিনিয়োগের ওপর এককালীন সহায়তা, ২) ৫ থেকে ৭ বছরের জন্য সুদের ওপর সহায়তা, ৩) বিদ্যুৎ শুল্ক বাবদ অনুদান, ৪) বিদ্যুত খরচে সহায়তা, ৫) শক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বাড়াতে জল সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সহায়তা, ৬) স্ট্যাম্প শুল্ক ও জমি রেজিস্ট্রেশনের খরচ ফেরৎ, ৭) ভ্যাট ও প্রবেশকর ফেরৎ, ৮) আগেই গড়ে ওঠা শিল্প মহল্লার উন্নতির জন্য পরিকাঠামো তৈরিতে সহায়তা, ৯) ভৌগোলিক নির্দেশ ও কৃতিস্বত্ব নবীকরণে সহায়তা, ১০) মহিলা, তপশিলি সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্যোগীদের ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহ ভাতা।

যোগাযোগ: এইসব সাহায্য পেতে হলে যোগাযোগ করতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্পকেন্দ্র বা ব্লক শিল্প উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে। এছাড়া যোগাযোগ করতে পারেন কলকাতার মহাকরণেই রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ দফতর ও বস্ত্র দফতরে।

কাগজ কুড়োনির ছদ্মবেশে চার বালক চুরির দায় গ্রেফতার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সোনারপুর: পাড়ায় পাড়ায় অলি গলিতে ঘুড়ে বেড়ায় কাগজ কুড়োনির দল, তাদের পিঠে থাকে বস্তা। ঠিক এই রকমভাবে বছর দশ থেকে বারোর চার যুবকের দল পীঠে ব্যাগ নিয়ে কাগজ কুড়োনির ছদ্মবেশ ধারন করে বিদ্যাধরপুরে গায়ত্রী রামের বাড়ি থেকে চুরি করল আঠারো হাজার টাকা। পিঠে ব্যাগ নিয়ে ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় পাড়ার মানুষের সন্দেহ হয়। তারপর চোর সন্দেহে তারা দু'জনকে তাড়া করেন। তখন ছুটে পালাবার সময় একটি ট্রান্সফরমারের পাশে সাড়ে ছয় হাজার টাকার বান্ডিল ফেলে পালাতে যাবার সময় ধরে ফেলে এলাকার মানুষ। এই দু'জনকে সোনারপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তদন্তকারী অফিসার অশোক কুমার ঘোষ জেরা করে জানেন যে এদের সঙ্গে আরও দু'জন সঙ্গী ছিল, যাদের বাড়ি ঘুটিয়ারি শরিফ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুটিয়ারি শরিফ পুলিশ ফাঁড়ির সাহায্যে অশোকবাবু সেখানে গিয়ে বাড়ি থেকে ওই দু'জনকে গ্রেফতার করেন। প্রথমে যে দু'জন গ্রেফতার হয় তাদের নাম শেখ রাজেশ, শেখ নূর নবী। পরে যে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তারা হল সাদ্দাম হোসেন এবং সিরাজ শেখ। এদের বয়স দশ থেকে তেরো বছর। সোনারপুর থানা সূত্রের খবর এদের পিছনে বড় মাথা আছে যারা এদেরকে দিয়ে এই সব কাজ করাচ্ছে। এখন তদন্তস্বার্থে এদের নাম বলা যাবে না।

এদের মধ্যে গ্যাং লিডার সিরাজ শেখ। ছোট্ট বেড়ার ঘর মাথায় টালির ছাউনি বাড়ির মালিক গায়ত্রী রাম বলেন, আমি আমার স্বামীর মাথার বালিশের তলায় পনেরো হাজার টাকা রেখেছিলাম। কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেড়িয়ে ছিলাম সেই সুযোগে এরা বাড়ির তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিলো। ভাগ্যিস পাড়ার লোকরা সন্দেহের জেরে ধরতে পেরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। যার জন্য উদ্ধার হল পুরো টাকাটা। সোনারপুর থানায় এদের নামে কেস হল ১৪৮৫৮ এউৎএস ৩৮০ আইপিসি। তদন্তকারী অফিসার অশোকবাবু বলেন, এরা বিভিন্ন জায়গায় এই কাগজ কুড়োনোর ছদ্মবেশ ধারন করে এই ধরনের চুরি অনেকবার করেছে। কারণ এই বাচ্চা ছেলেদের দিয়েই বেশিভাগ ক্ষেত্রে এইসব ক্রাইম করানো হয়। যাতে করে সাধারণ মানুষের বোঝার উপায় থাকে না।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের প্রতিবাদ ও অনশন

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: বুধবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার রাইসমিল রোডে তিন দিন ব্যাপী অনশন ও অবস্থান শুরু করে কয়েকশো মৎস্যজীবী। এদিন সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটি, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি, ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম–এর সদস্যরা প্রতিবাদ ও অনশনে অংশ নেন। সুন্দরবনের ৬০ জন মৎস্যজীবী অনশনে বসেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা মৎস্যজীবীও ছিলেন। অনশন মঞ্চে সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক গোবিন্দ দাস বলেন, সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও জ্বালানি কাঠের অধিকার হরণের প্রতিবাদে এই আন্দোলন ও অনশন। আমাদের দাবি সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের শুকনো কাঠ ব্যবহার এক তরফাভাবে বন্ধ করার কালো ফতোয়া বাতিল করতে হবে। জলে জঙ্গলে মাছ ধরতে যাওয়া প্রতিটি মৎস্যজীবীকে চিরাচরিত হাতিয়ার দা–কুড়ুল রাখতে দিতে হবে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন, সুন্দরবনের জল, জঙ্গল ও বন্য প্রাণ রক্ষার জন্য সুন্দরবনের অধিবাসী–বনবাসীদের পরামর্শ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। জঙ্গল, বন্যপ্রাণী ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায় জঙ্গল নির্ভর মানুষের অধিকার স্বীকার করতে হবে এবং তাদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতি ঠিক করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সুন্দরবনের সংগৃহিত মধু খোলা বাজারে বিক্রি করতে দিতে হবে। নিত্যনতুন ফরমান জারি করে মৎস্যজীবীদের অধিকার হরণ চলবে না। ট্যুরিস্ট লঞ্চগুলিকে যথেষ্ট লাইসেন্স দেওয়া যাবে না। পরিবেশ ও সামাজিক সংস্কৃতির পক্ষে বিপর্যয়কর বড় বড় ট্যুরিস্ট লঞ্চের অনুমতি না দিয়ে মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জঙ্গল নির্ভর সম্প্রদায় ভিত্তিক পর্যটন চালু করার প্রয়াস নিতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল ফিস ওয়ার্কস ফোরাম সম্পাদক প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম সম্পাদক শশাঙ্ক দেব প্রমুখ। এদিন সকালে মৎস্যজীবীরা গঙ্গা বন্দনা করে অনশন শুরু করে। বিকালে বেশ কয়েকজনের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেন সুন্দবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সদর দফতরে।

প্রতিবন্ধী তাপসের সমাজসেবার লড়াই

মলয় সুর

চন্দননগর: ছোটবেলায় আর পাঁচটা ছেলের মতো সুস্থ ছিল। কিন্তু মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই শরীরের শিরা ধমনী শুকিয়ে যায়। পোলিও আক্রান্ত হয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত অচল হয়ে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে যেটুকু চিকিৎসা করানো সম্ভব তা করেছে। কিন্তু উন্নতি কিছুই হয়নি। চন্দননগর বড়বাজার এলাকার ভূদেব মুখার্জি রোডের বাসিন্দা তাপস কুমার দে। বয়স ৪৬ বছর। এখন নিজে সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী, কিন্তু অন্যদের ভোলেননি। বিশেষ করে সমাজসেবার কথা। বর্তমানে তাঁর দুটো হাত–পা প্রায় অসাড়। একদম নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। শরীর পঙ্গু কিন্তু মনের জোর অপরিসীম। আজ কিন্তু হুইল চেয়ারই ভরসা। স্থানীয় যুবকরাই তাপসবাবুর হাতিয়ার। ওদের উপর ভরসা করেই বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে 'চন্দননগর জাগো যুব শক্তি' গড়ে উঠেছে। তবে কেবলমাত্র সমাজ সেবায় যুক্ত এই সংগঠন। তার ভিত্তিতে কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে অর্থ সাহায্য করা, দৃষ্টিহীন শিশুর চোখে পৃথিবীর আলো এনে দেওয়া, অসুস্থ রোগীকে সেবা করা, কম্বল বিতরণ, রক্তদান, চশমা বিতরন করা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজের সঙ্গে ২০০২ সাল থেকে যুক্ত রয়েছেন। তার মধ্যে বেশ কয়েকজন যুবকরয়েছেন।জাতি–ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। সংগঠনের সভাপতি তাপস কুমার দে জানালেন, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর চক্ষু পরীক্ষা শিবির, মাইক্রোসার্জারি ও ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সবুজের অভিযান প্রাঙ্গনে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হুগলির সাংসদ ডাঃ রত্না দে নাগ, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী। এ ব্যাপারে সংগঠনের সম্পাদক আবদুল সাত্তার জানান, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। গরিবদের চিকিৎসার জন্য বিশিষ্ট ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই পাশাপাশি সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য লাল্টু শেঠ জানিয়েছেন, আগামী দিনে নিরিবিলি জায়গায় বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার চেষ্টা রয়েছে। যেখানে পরিবার থেকে বিতাড়িত ও দুঃস্থদের থাকার ব্যবস্থা হবে।

ইমামদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি ত্বহা সিদ্দিকির

হুগলি: ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি জোরালো দাবি তুলেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ইমামদের ভাতা বাড়ানোর ব্যাপারে। এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই চালাচ্ছেন তিনি । শনিবার দুপুরে হুগলির চণ্ডীতলা ২ নম্বর বিদ্যাসাগর কমিউনিটি হলে জেলার ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের একসভায় বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্বহা সিদ্দিকি বলে, রাজ্য সরকার ইমামদের ২৫ হাজার টাকা ও মোয়াজ্জেমদের ২০ হাজার টাকা ভাতা বাড়িয়ে দিতে দাবি তুলেছেন। তবে বর্তমান রাজ্য সরকার ইমামদের যে ভাতা দিচ্ছে তা সরকারের কোনও দান বা সাহায্য নয়। এটি ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার। এই বিষয়ে তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বেশিরভাগ মানুষ এই ভাতার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা সকলেই সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিচ্ছেন। এমনকী উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে তারা। উল্লেখ্য, এরই পাশাপাশি সিদ্দিকী ঘোষণা করেন হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ–পুরোহিতদেরও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমি খুশি হব। এদিকে একই ধরনের দাবি করেন কাশিপুর ওয়াকফ এস্টেটের আতাহার আব্বাস রিজভি। প্রসঙ্গত, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের মাসিক ভাতা প্রদান চালু হয়। সুতরাং হুগলি জেলার বিভিন্ন খাজাহার ও মসজিদের কয়েকশো ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সুবিধা–অসুবিধা নিয়ে সভার আয়োজন করেন রাজ্যের হজ কমিটির সদস্যা ও ডানকুনি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনম। এদিকে এদিন আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের প্রশংসা করেন সংস্থার মুসলিম প্রতিনিধিরা। ৩৪ বছরের বাম জমানায় যা হয়নি এখন তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। অন্যদিকে এই দুর্মূল্যের বাজারে গরিব ইমামদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করলে প্রভূত উপকৃত হবেন বলে দাবি করা হয়। এই আলোচনা সভায় যোগ দেন দিল্লি জামা মসজিদের চেয়ারম্যান ও পশ্চিমবঙ্গ অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের সদস্য শামসুল আনসারি, নাখোদা মসজিদের ইমাম মৌলানা মোহাম্মদ সফিক কোয়াশামি। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দফতরের সচিব তপন দাশগুপ্ত জেলার তৃণমূলের যুব সভাপতি দিলীপ যাদব প্রমুখ।

উপাধ্যক্ষ হলেন জ্ঞানানন্দ সামন্ত

কুনাল মালিক, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন উপাধ্যক্ষ হলেন জ্ঞানানন্দ সামন্ত। গত ১ সেপ্টেম্বর আলিপুরে এক সভায় তাঁর নাম প্রস্তাব করেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহির। প্রস্তাব সমর্থন করেন স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়। শপথ বাক্য পাঠ করান জেলাশাসক শান্তনু বসু। প্রসঙ্গত, জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ ছিলেন জীবন বৈরাগী। কিছুদিন আগে তিনি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন জ্ঞানানন্দ সামন্ত। জ্ঞানানন্দবাবু সাতগাছিয়া বিধানসভা এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন। এর আগেও তিনি জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। জ্ঞানানন্দ সামন্ত বলেন, পদ পাওয়া বড় কথা নয়। আমি মানুষের পাশে ছিলাম, তেমনই থাকতে চাই।

প্রোমোটিংয়ের উদ্দেশে উচ্ছেদের চক্রান্তের অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: সমগ্র উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে প্রোমোটিং কারবার যেমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছে যে জনহিতাহিত জ্ঞানশূন্য হচ্ছে যেমন জমির মালিকরা, তেমনই নির্মম হচ্ছে আবাসন নির্মাতারা। তারই একটি জ্বলন্ত নজির মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্গত শ্রীনগরের ২ নম্বর গেটের একটি ঘটনা। প্রায় ষাট বছরের পুরনো ভাড়াটে দীন মজুর রাজবল্লভ দাস ও তার পরিবারবর্গকে উচ্ছেদ করা জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ওই জমিরই মালিক গোপীনাথ মণ্ডল ও তাঁর দুই ছেলে পার্থ ও প্রীতম। এই অভিযোগ জানান রাজবল্লভ ও তাঁর ছেলে রাজকুমার। সূত্রে প্রকাশ, দরমার বেড়া দেওয়া টালির ছাউনির ঘরে প্রায় ষাট বছর যাবৎ ভাড়া আছেন রাজবল্লভ ও তাঁর পরিবারবর্গ। রাজবল্লভের পরিবারে সদস্য সংখ্যা তাঁর পাঁচ বছরের এক নাতি–সহ মোট আট জন।

সূত্রে আরও জানা যায়, রাজবল্লভরা ছাড়াও এখানে আরও কয়েক ঘর ভাড়াটে ছিল। তাদের বিভিন্ন ভয়–ভীতি ও হুমকি দিয়ে উচ্ছেদ করেন গোপীনাথ। কিন্তু রাজবল্লভদের গত্যন্তর না থাকায় তারা ঘর ছাড়তে পারছেন না। প্রথমত, রাজবল্লভরা নিতান্ত দীনমজুর পরিবার। দ্বিতীয়ত, মাস চার–পাঁচ আগে তাঁদের গোপীনাথ মণ্ডলদের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে উঠে যেতে বলায় তিনি তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে, বউমা ও ছোট্ট নাতিকে নিয়ে অথৈ জলে পড়েছেন। এদিকে অন্যান্য ভাড়াটেদের উচ্ছেদ করা গেলেও রাজবল্লভদের উচ্ছেদ না করতে পারলে প্রায় ২০–২৫ কাঠার এই জমিতে প্রোমোটিং করতে পারেছ না ইমারতী দ্রব্য ব্যবসায়ী গোপীনাথ। একারণে মাসিক ভাড়া বাকি না থাকা সত্ত্বেও রাজবল্লভদের উপর বিভিন্ন রকম নিপীড়ন চালাচ্ছেন তিনি। গত ২১ আগস্ট গোপীনাথবাবু কিছু দুষ্কৃতীকে সঙ্গে নিয়ে সকাল দশটা নাগাদ রাজবল্লভদের ভাড়া ঘরটি ভাঙতে যান বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, কয়েকমাস যাবৎ এই উৎপীড়নের ফলে রাজবল্লভরা বারাসত মহকুমা আদালতে ১৪৪ ধারা মামলা করেন। যার নম্বর এমপি ৩৩৩৯, তারিখ–২৮.০৭.২০১৪।

এই মামলা দায়ের করার পর উচ্ছেদের জন্য অত্যাচার আরও বেড়ে যায় বলে এই মামলার আইনজীবী শংকরপ্রসাদ ঘোষ জানান, গত ২১ আগস্ট গোপীনাথ মণ্ডল দুষ্কৃতীদের নিয়ে ঘর ভাঙতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘর খালি করার জন্য। পরদিন অর্থাৎ ২২ আগস্ট সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজবল্লভ স্থানীয় মধ্যমগ্রাম থানায় এই মর্মে অভিযোগ নথিভুক্ত করেন। যার নম্বর জিডিই ১৫১৩, তারিখ–২২.০৮.২০১৪। এরপর মধ্যমগ্রাম থানার এএসআই দীপঙ্কর সাহা কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে সরেজমিন তদন্তে যান বলে থানা সূত্রে জানা গিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বক্তব্য, 'আদালত শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার নির্দেশ প্রদানের পরও কেন গোপীনাথরা ভাড়াটেদের ঘর ভাঙতে গেলেন তা সংশ্লিষ্ট থানার কাছে জানতে চেয়েছে আদালত।' এছাড়াও থানায় অভিযোগ নথিভুক্ত করার পর গোপীনাথ ও তার লোকজন পুনরায় রাজবল্লভদের ঘর ভাঙতে যান। এদিন তারা রাজবল্লভের ছেলে রাজকুমার দাসকে ব্যাপক মারধরও করে বলে অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে মধ্যমগ্রাম থানার সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী আধিকারিক দীপঙ্কর সাহাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রতিবেদককে জানান, 'আদালত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা তদন্তের রিপোর্ট আদালতে পাঠিয়েছি। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।'

ইলেকট্রিক বিলের 'শক' থেকে বাঁচতে...

কলকাতার মতো মেগা শহরে এখনও বিদ্যুতের বিলে অসাম্যের ভুরি ভুরি অভিযোগ আসছে। বিশেষ করে কম বিদ্যুৎ খরচ করেও বেশি বিল ভরতে হচ্ছে বহু মানুষকে। এই ধরনের বঞ্চনার প্রতিবাদে অনেকদিন ধরেই সমবেত হয়েছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের একটি অংশ। এনারা তৈরি করেছেন 'অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন'। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল এই সংস্থার পক্ষে। তাতে গ্রাহকদের নানা অভিযোগ এবং হয়রানির বিভিন্ন তথ্য উঠে এল। সংস্থা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এব্যাপারে লড়াই করার। সাধারণ মানুষকে তাদের তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই বলে যে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অহেতুক সমস্যায় যাতে নগরবাসীকে পড়তে না হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। *ছবি : উৎপল কুমার রায়*

হাওড়ায় ল' কলেজ

অমিত জানা: হাওড়া জেলার ইতিহাসে আরও একটি পালক সংযোজিত হল। হাওড়ায় প্রথম আইন কলেজ স্থাপিত হল। সম্প্রতি হাওড়ার আন্দুল মৌড়িতে এই কলেজ স্থাপন করলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ অমিতাভ দত্ত। ল কলেজটির নাম সুরেশ্বর দত্ত ল' কলেজ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামীজি থেকে শুরু করে সমাজসেবী প্রায় সব ধরনের মানুষ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা হাওড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের (সদর) সভাপতি অরূপ রায়, ওড়িশা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ব্রজমোহন মজুমদার, শীতল সর্দার–সহ আরও অনেক আইনজীবী এবং সমাজসেবী। মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, 'এটা খুব ভাল উদ্যোগ। আমরা অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম যে হাওড়ায় একটি ল কলেজ গড়ে উঠুক। অবশেষে শিক্ষাবিদ অমিতাভ দত্ত সেটি করলেন। এর ফলে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীরা সুবিধা পাবে।' শিক্ষাবিদ অমিতাভ দত্ত জানিয়েছেন, 'হাওড়ার দরিদ্র পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করেই আমার এই উদ্যোগ। এর জন্য আমি অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। ভবিষ্যতেও সমস্ত মানুষের পাশে থেকে আরও বৃহৎ কিছু করতে চাই।'

গাঁজা সমেত ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: পাঁচ কেজি দশ কেজি নয় একেবারে ষোলো কেজি গাঁজা ধরা পড়েছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। সোনারপুর থানার পুলিশ রাতের বেলায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোনারপুর ব্রিজের নিচ থেকে গ্রেফতার করে সাহাবুদ্দিন শেখ ও তারক মণ্ডলকে। এরা দাগী ক্রিমিনাল বলে পরিচিত। পুলিশের দাবি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশ কিছু থানায় এদের নাম রয়েছে। এই দু'জন পুলিশের জেরায় কবুল করেছে অন্য লোকের মাধ্যমে গাঁজা তারা বিক্রি করে। তাদের বারুইপুর কোর্টে তোলা হয়। আদালত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। সোনারপুর থানায় জেরা চলছে এদের সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছে এবং কোথায় কোথায় গাঁজা কারবারীদের সঙ্গে এরা যুক্ত। কয়েকদিন বাদে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

নিজের পুত্রবধূকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: নিজের পুত্রবধূকে ধর্ষণ করতে গিয়ে নিজের স্ত্রী'র কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে যাওয়ার অভিযোগে বিষ্ণুপুর–১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আন্ধার মানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিসট্যান্ট সৈয়দ আব্দুস সামাদের জেল হেফাজত হল। এই ঘটনায় ওই পঞ্চায়েত তথা সৈয়দ আব্দুস সামাদের বাসস্থান নোদাখালি থানা এলাকার জনগণ হতবাক। গত ২৩ আগস্ট নোদাখালি থানায় কামরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ইটালি গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ নার্গিস একটি এফআইআর করেন। এক লিখিত অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর প্রৌঢ় শ্বশুর সৈয়দ আব্দুস সামাদ তাকে সহবাসের প্রস্তাব দিত। তার হাত ধরে টানাটানি করত।

এই ঘটনা নিজের স্বামী এবং শাশুড়ীকে তিনি জানান। গত ২১ আগস্ট রাত ১১টা নাগাদ শ্বশুর আবার তাকে জোর করে ধর্ষণ করতে গেলে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। সে সময় শাশুড়ি ও ছেলেরা ঘরে ঢুকে সৈয়দ আব্দুস সামাদকে নিরস্ত করেন। অভিযুক্ত'র স্ত্রী সৈয়দ মমতাজও লিখিতভাবে আন্ধার মানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। নোদাখালি থানা অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ৪৪৮,৩৫৪(ক), ৩৭৬(১), ড২৩, ৫০৬ ধারায় কেস রুজু করে। কেস নং ৩৬১(৮)২০১৪। এই ঘটনা এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটিস্পিকার সোনালী গুহ'র কানে যায়। তিনি পুলিশকে যথার্থ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তির শাস্তি দাবি করেন। গত ২ সেপ্টেম্বর পলাতক সৈয়দ আব্দুস সামাদকে নোদাখালি থানা গ্রেফতার করে। পরের দিন আলিপুর আদালতে তাকে তোলা হলে, বিচারক তার জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৬ সেপ্টেম্বর–১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

‘আচ্ছে দিন’–এর সন্ধানে

সূর্যদয়ের দেশ নিপ্পন বা জাপানে ভারতের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সফর সব অর্থেই ঐতিহাসিক। ১০০ দিনের খতিয়ান দিতে যখন সরকারি প্রচারমাধ্যম ও বিজেপির নেতানেত্রীরা ব্যস্ত সেই সময় প্রাচ্যের দেশ জাপানে মোদি ভারত–জাপান মৈত্রী সেতু রচনায় দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এতদিন যত প্রধানমন্ত্রী জাপানে গিয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই জাপানের সঙ্গে মিশেছেন একজন কমনওয়েলথ রাষ্ট্রর প্রধানমন্ত্রী রূপেই। হিন্দি ভাষায় এবং কোনও কাগজ না দেখে মোদির আকর্ষণীয় সাবলীল ভাষণ জাপান ও ভারতের মানুষের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করে। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর ডিপ্লোম্যাটিক ভাবধারা দূরে সরিয়ে কিওজোর ঐতিহ্যশালী বৌদ্ধ মন্দিরে মোদির সঙ্গী হওয়ার মধ্যে দিয়ে যেমন সেদেশের আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি জাপ সম্রাটকে গীতা, স্বামীজির বই দেওয়ার মধ্য দিয়ে মোদি মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে ভারতীয়ত্বের বার্তা পাঠিয়েছেন। এতদিন মনে হত ভারতীয় নেতৃত্ব জাপানে গেলে বোধহয় শুধুমাত্র উন্নত প্রযুক্তি আর একটি বৌদ্ধ মন্দির দর্শনই মূল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জওহরলাল, ইন্দিরা, বাজপেয়ী, যশোবন্ত সিং প্রমুখ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব জাপানের রেনকোজী বৌদ্ধমন্দিরে তথাকথিত নেতাজির চিতাভস্মের সামনে পোজ দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসার রেওয়াজ বজায় রেখে ছিলেন। মোদি সেই অনৈতিক কাজে যাননি। চেয়েছেন জাপানের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে যা শুধু অভিনবই নয় বাস্তব প্রেক্ষিতে জরুরি। ভুটান, নেপাল ও জাপান সফরে মোদি অনেকাংশেই সফল হয়েছেন। বুলেট ট্রেন থেকে ভাষা শিক্ষা ঐতিহ্য সংরক্ষণ থেকে বাণিজ্যে সর্বক্ষেত্রেই মোদি নতুন ভাবনাচিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন কূটনৈতিক মহলে। ভারতীয় পোশাকে মোদির জাপানে গিয়ে যেভাবে বাঁশি বাজানো, ব্যান্ড বাজানো কিংবা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন তাতে ভারতের প্রাধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। একদা নেহেরু আমলে হিন্দি–চিনি ভাই ভাই স্লোগান দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়েছিল। আগামী দিন বলবে মোদির জাপান সফরে এশিয়ার উন্নয়ন কোনদিকে যাবে, ভারতের নতুন ভোর কেমন হবে। তবে মোদির দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের থেকে আলাদা এটা কূটনৈতিক মহলের অনেকেরই অভিমত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের মেলবন্ধন কিংবা বিজ্ঞান–ঐতিহ্যের ঐক্য মোদি আমলে কতটা বাস্তব রূপ পাবে তা সময় বলবে। আপাতত দিল্লির পরিবর্তন ভারতের জীবনযাত্রা, ভারতের ভাবমূর্তি আর ‘আচ্ছাদিন’–এর স্বাদ–এর প্রতীক্ষায় রইল আমজনতা।

অমৃতকথা

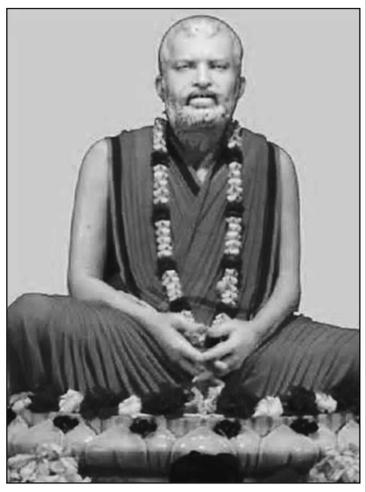

৩১৯। শিষ্যের কাপড়ের দোকান আছে। গুরুর পুঁথি বাঁধবার জন্য টুকরো ছিটের দরকার। গুরু শিষ্যের কাছে নিজের অভাব জানালেন। শিষ্য, ‘তাইতো আগে বললে হত, এই তো সেদিন একটা টুকরো পড়েছিল, তা অমুককে দিলাম’ ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম ওজর আপত্তি করে শেষে বললে ‘তা এবার টুকরো পড়লে আপনার জন্যে রেখে দেবো, আপনি মধ্যে মধ্যে এসে খবর নেবেন।’ গুরু অগত্যা তাতেই রাজি হলেন। ওদিকে শিষ্যের স্ত্রী বাড়ির ভেতর থেকে সব কথা শুনছিল । গুরুদেবকে চলে যেতে দেখে সে লোক দিয়ে তাঁকে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়ে পাঠালো। গুরু বাড়ির ভেতরের এলেন। শিষ্যের স্ত্রী বললে, ‘কর্ত্তার কাছে আপনি কি চাইছিলেন?’ গুরু সব কথা খুলে বললেন। শিষ্যের স্ত্রী বললে, ‘তা আপনি যান কাল আপনার বাড়িতে ছিট পাঠিয়ে দেব।’ গুরু তথাস্তু বলে চলে গেলেন। তারপর রাত্রে শিষ্য দোকান বন্ধ করে ঘরে এলে পর স্ত্রী বললে, ‘তুমি কি দোকান বন্ধ করে এসেছ?’ শিষ্য বললে, ‘হ্যাঁ, কেন’ স্ত্রী বললে, ‘তবে তুমি এক্ষুনি ফিরে গিয়ে আমার জন্য ভাল দেখে দু’খানা ছিট আনো। শিষ্য বললে, ‘তা আর কি, আমি কাল তোমায় খুব ভাল দু’খানা ছিট দেব।’ স্ত্রী বললে তা হবে না, এক্ষুনি আনো।’ স্বামী বললে, আমি শপথ করছি, কাল সকালে তোমায় ছিট দেবোই দেবো।’ স্ত্রী বললে, ‘তা হবে না, আমায় এক্ষুনি দাও।’ স্বামী কি করে, এতো গুরু নয় যে মধ্যে মধ্যে এসে খবর নিতে বলবে, এ যে গুরুর গুরু মহাগুরু এর কথা অবহেলা করা যায় না, অগত্যা সেই রাত্রে ফের দোকান খুলে দু’খানা ছিট নিয়ে এলো। স্ত্রী সেই দু’খানা ছিট গুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে বললে, ‘আপনার যা দরকার হবে আমায় বলবেন।’

ফেসবুক বার্তা

তরুচ্ছায়াতলে আপন শিল্পবিন্যাসে মগ্ন বাঙালির তথা দেশের প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। ফেসবুকের সৌজন্যে আমরা এবং পাঠকবৃন্দ আস্বাদন করতে পারছে এই বিরলতম ছবিটির। যুগ যত এগোচ্ছে প্রযুক্তির উন্নতি আমাদের ইতিহাস এবং শিল্পকলাকে নতুনভাবে ধরে রাখতে সাহায্য করছে।

‘নেতাজি সুভাষ ও ভারতরত্ন – খেতাব’

সঞ্জয় ঘোষ

গত কয়েকদিন আগে একটি চমকপ্রদ তথ্য সংবাদের শিরোনামে এসে পড়েছে। সংবাদটি হল, নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নাকি আবার ভারতরত্ন উপাধিতে সম্মানিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। উদ্যোগপতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নেপথ্যে অবশ্যই আরএসএস।

সংবাদটি সংবাদের মতো। সংবাদ এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই এবং বলাই বাহুল্য এ সংবাদে গোটা দেশে, বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একেবারে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে।

এর আগে ১৯৯২ সালে পিভি নরসিংহ রাওয়ের সরকার একবার এই একই চেষ্টা করেছিল। নেতাজিকে মরনোত্তর ভারতরত্নে ভূষিত করার কথা উঠেছিল। সেবারও সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়ে হয়েছিল তুমুল প্রতিবাদ। বিশেষ করে বাঙালি জনমত এই খেতাব প্রদানের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। খুব স্বাভাবিক। স্বামীজি, রবীন্দ্রনাথ আর নেতাজিকে বাঙালি জাতি তার আপন আবেগের স্রোতে কতদূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যেটা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশবাসীর পক্ষে অনুমান করাও কঠিন। আমি নেতাজি জন্মদিবসে নেতাজি ভবনে গিয়ে অনেক বাঙালি নারী–পুরুষের বেদনাহত মুখ ও জল ভরা চোখ দেখেছি। তাঁদের দেখে আমার অন্তত কখনও মনে হয়নি, এ–সব তাঁদের নাটক বা অভিনয়। আসলে নেতাজি বাঙালির কাছে শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশনেতা বা দেশপ্রেমিক নন। নেতাজি এক মূর্ত আদর্শের প্রতীক। নেতাজি আমাদের ‘আইডল’।

ফিরে আসি আসল কথায়। প্রথমত, নেতাজিকে ভারতরত্নে সম্মানিত করা হবে কী হিসেবে? যদি বলি আজও তিনি বেঁচে আছেন, তবে তাঁর বয়স হবে একশো আঠারো বছর। এতদিন জীবিত থাকা হয়তো অসম্ভব নয়। এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের ইঙ্গিত কিন্তু এমনটাই ছিল, অন্তত ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সশরীরে ভগবানজি রূপে নেতাজি ভারতেই ছিলেন। দ্বিতীয়ত, যদি বলা হয় তিনি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ হয়ে ছিলেন, পরে হয়তো তাঁর শরীর গিয়েছে তবে প্রশ্ন আসে, কবে–কীভাবে–কোথায় তাঁর মৃত্যু হল? মৃত্যু হয়েছে তার প্রমাণ কই? কোনও নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কি মানছে কথার কথা? যতদূর জানি, প্রায় নব্বই শতাংশ বাঙালি তো বিশ্বাসই করতে চায় না ওই তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর কথা। তাহলে? কী দাঁড়াচ্ছে? মরনোত্তর ভারতরত্ন কোথায় নিয়োজিত হবে? বঙ্গোপসাগরে? মরনোত্তর খেতাব না দিলে আইনত নেতাজি জীবিত এবং অন্তত আর যুদ্ধপরাধীর তালিকায় তিনি নেই।

ফিরে যেতে হচ্ছে অনেকটা পিছন দিকে। বলতে অতি কটু এবং শুনতে খুব খারাপ লাগলেও, এ–কথা সত্যি, আসল গণ্ডগোলটি পাকিয়ে রেখে গিয়েছে নেহরু গান্ধী পরিবার। আরও পরিষ্কার করে বললে স্বয়ং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তো সুভাষচন্দ্রকে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ দূরত্বে রাখার জন্যই চিরদিন অতি হীন রাজনীতি করে গিয়েছেন। নিজের চির–আকাঙ্খিত পদটিকে সুনিশ্চিত করতে দেশভাগও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন এবং সমগ্র বাঙালি জাতির মাথায় কুঠারাঘাত করেছেন। সেই তিনি সুভাষচন্দ্রের নামটিকে যে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চাইছেন, তাতে আর আশ্চর্য কোথায়? নচেৎ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই তো সুভাষের নাম বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল ভারতরত্ন উপাধি প্রদানের জন্য। আর তাহলে তো এতকাল ধরে এত তর্ক–বিতর্ক, কচকচানি, প্রদান–প্রত্যাখ্যানের প্রয়াস–কিছুই হত না। শুরুতেই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যেত।

কিন্তু তা তো হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। নেতাজিকে ‘নেতাজি’ বলে মেনে নিলে এবং স্বীকৃতি দিলে তো তাঁদের পারিবারিক–রাজনীতি করতে সুবিধা হয় আর বংশানুক্রমিকভাবে ভারতবর্ষের বহুমূল্য ‘চেয়ার’টিও জমিদারি করে ধরে রাখা যায় না।

কাজে কাজেই, এখন অকারণে শুধু শুধু নরেন্দ্র মোদিকে দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই। ঠিক সঙ্গত কারণেই তাঁকে ধন্যবাদ(!) জ্ঞাপন করেও কোনও লাভ নেই। কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে স্বাধীনতা দিবসের সম্পাদকীয়তে কেউ কেউ করেছেন দেখলাম। তীব্র শ্লেষ এবং কটাক্ষের সঙ্গে এ–ধন্যবাদ কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মোদিরই বা দোষ কোথায়? তাঁর একশো–বার মনে হতে পারে নেতাজিকে সম্মানিত করার কথা। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই প্রতিকূল যে, উপায় নেই। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা। নেতাজির সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ কিংবা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মদন মোহন মালব্য প্রমুখ, কে ভারতরত্ন পেলেন, কে পেলেন না, সেটা কোনও কথা নয়। নেতাজি তাঁদের থেকে কত বড়, তাঁরা ঠিক কত ছোট, ফিতে দিয়ে তা মেপেও কোনও লাভ নেই। একটি বড় অনুষ্ঠানে বিরাট মাপের ব্যক্তিত্বও আমন্ত্রিত হন, আবার অপেক্ষাকৃত সাধারণ মানের মানুষও অংশ নিয়ে থাকেন। তাতে বিরাটের মাথা কাটা যায় না। সুতরাং নেতাজির সঙ্গে যদি অটলবিহারীজিকে সম্মানিত করা হয়, তাতে নেতাজির সম্মানহানি হবে, এমনটা মনে করা ঠিক নয়। তা ছাড়া, এঁদের সকলকে একযোগে বাদ দিয়েও যদি শুধু একা একা নেতাজিকে ভারতরত্নে ভূষিত করা হয়, তাতেও কি তাঁর আদৌ কোনও সম্মান বাড়বে? কেউ খুশি হবে? কেউ বাহবা দেবে? মনে তো হয় না।

অথএব এই অবস্থায় সবদিক বিচার করে এখন নরেন্দ্র মোদির উচিত, নেতাজিকে ভারতরত্নে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত বদলে তাঁর অন্তর্ধান রহস্যকে যথার্থভাবে উন্মোচন করা। নেতাজি–সংক্রান্ত গোপন ফাইলগুলি সংসদের মাধ্যমে বা সরাসরি সমস্ত ভারতবাসীর সামনে তুলে ধরা। মানুষ জানুক, সত্যি কী হয়েছিল। তিনি কতদিন ছিলেন, কবে কোথায় কীভাবে চলে গেলেন কোথায় গেলেন তিনি? নেতাজি ভগবানজি রূপে অন্তর্হিত হলেন, কিন্তু কোথায়? তিনি কী এখনও আছেন? মৃত্যু তাঁর সত্যিই যদি হয়ে থাকে, তা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক। তাঁর মৃত্যুকে কেউ ত্বরান্বিত করেছেন, নাকি নিতান্তই দৈবক্রমে। সব–সব জেনে যাক মানুষ। আর অবশ্যই জেনে যাক, কারা কেন কী স্বার্থে তাঁর জীবন–মৃত্যুকে এক অদ্ভুত রহস্যময় পর্দার আড়ালে চিরদিন রাখতে চেয়েছে। সব সত্যি সামনে এলে, তারপর না হয় নতুন করে ভাবা যাবে, তাঁকে ভারতরত্ন দেওয়া যায় কিনা।

যাওয়া আসার পথে–পথে

পুরীতে শিশু শ্রমিক চোখে পড়েনি

দীপককুমার বড় পণ্ডা

স্বাধীনতা দিবসে পুরী যাওয়ার সিদ্ধান্তটা হঠাৎই হয়েছিল। দলে আমরা মোট বারো জন। শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস–এ যখন চাপলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি। ওর মধ্যেই ট্রেনে উঠতে হল। বারো জন একসঙ্গে বসা যায়নি। দুটো কামরায়। তাই খড়গপুর পর্যন্ত সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এদিক ওদিক করতে হয়েছে। আর তাতেই দুই কামরার মানুষকে একসঙ্গে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে নানাভাবে। অনেকে যেন মুক্তির আনন্দে অন্যের অসুবিধা সুবিধার কথা তোয়াক্কাই করছে না। বৃদ্ধ–বৃদ্ধা সহ অসুস্থ মানুষ অনেক আছেন। তাঁদের অসুবিধার কথা বোঝার বোধ অনেকের নেই। এরমধ্যে একটি কামরায় দেখলাম দুই বৃদ্ধ – বৃদ্ধা মনের আনন্দে হরে কৃষ্ণ হরে রাম করছেন। গলায় তুলসীর মালা। ওঁদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে যাই, আলাপ করার জন্য। কীর্তন থামিয়ে বসতে বললেন। বসলাম,

– কোথা থেকে আসছেন?

– নবদ্বীপ থেকে। ফোকলা হেসে বৃদ্ধ উত্তর দেন।

– নবদ্বীপের কোথায় থাকেন? আবার জানতে চাই।

– হরিতলা চেনেন?

– সেকি! আপনারা হরিতলার মানুষ? আমি বিস্মিত হই। নবদ্বীপের হরিতলায় আমার বেশ কিছুদিন কেটেছে। সে বেশ মধুর স্মৃতি।

বৃদ্ধ–বৃদ্ধার সঙ্গে নানা কথা হয়। এঁরা মাঝে মাঝেই পুরী কেন ভারতর্ষের নানা তীর্থে যান। সংসারে ওঁদের আর কেউ নেই, তাই কোনও পিছুটানও নেই। তীর্থক্ষেত্রগুলিই এখন ওঁদের সংসার।

এইভাবে নানাজনকে দেখছি নানাভাবে নানা কামরায়। বেলদা ছাড়ার পর ঘুম এসেছে। পুরী স্টেশনে ঢোকার পর সেই ঘুম ভেঙেছে। মনে পড়ে, স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে অনেক কাজ। কোথায় থাকব, সেখানে কীভাবে যাব, কোনও কিছু তো ঠিক নেই। অভিজ্ঞ জামাইবাবু প্রদীপদা অবশ্য সঙ্গী। তিনি বলেছেন, কোনও কিছু চিন্তা করতে হবে না। যা করার তিনি করবেন। সেই অনুযায়ী আমি নিশ্চিন্ত। বারোজনের দলটাকে দেখে গাড়ির লোকেরা ছেকে ধরল। দরাদরি করে জামাইবাবু স্বর্গদ্বার পর্যন্ত একটা ট্রেকার ঠিক করলেন। এই দরাদরিটা বেশ কঠিন কাজ। সবাই যেন ঠকানোর জন্য বসে আছে।

স্বর্গদ্বারে নামার পর মোটর বাইকে চেপে এগিয়ে এল কয়েকজন যুবক। বলল, কোথায় থাকবেন? আমাদের থাকার জায়গা ঠিক নেই শুনে বলল, আমরা ঠিক করে দেব। এদের একজনের বাইকে আমি আর প্রদীপদা চেপে বসলাম। যুবকটির নাম রাকেশ চৌধুরী। ব্যাকব্রাশ করা ত্রিশ খানিকের রাকেশ বলল বি.এ পাশ করার পর সে এই কাজ করে। অর্থাৎ লজে লজে সে কাস্টমার ধরে দেয়। সারাদিনে এতে তার শ’তিনেক টাকা রোজগার। অবশ্য সকালটাতেই বেশি চাপ থাকে। বিকেলে আর রাত্রে বন্ধুদের সঙ্গে আসা। রাকেশকে দেখলাম, বেশ চোস্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের অনেকগুলি হোটেলে নিয়ে গেল। প্রদীপদার কোনোটাতে পছন্দ নেই। তবে রাকেশও বিরক্ত নয়। অবশেষে অপ্সরা হোটেলে

ঢুকেছিলাম। ঘর প্রতি রাকেশরা ২০–৩০ টাকা কমিশন পায়। ফেরার দিন অপ্সরা হোটেলের মালিক মন্টু পণ্ডা বলেছিলেন, ‘পরের বার সরাসরি আসবেন। দালাল ধরবেন না। কলকাতা থেকে শুধু একটা ফোন করে দেবেন।’ আর হোটেল ঠিক করে বেরিয়ে যাবার সময় রাকেশ বলেছিল, ‘কোথায় কোথায় যাবেন আমাকে বলবেন। আমি ঠিক করে দেব সব।’ জামাইবাবু আপত্তি করলে, রাকেশ বলল, ‘আমি করলেও যা, আপনারা সরাসরি করলেও তা। আমি করলে বেশি টাকা লাগবে না। মঝিরে মু শুধু পারহেড দশ টঙ্কা কমিশন পাইমি, আপনকরতো কুনো লস নাহি।’ রাকেশ বোঝাতে চায়, ওর মাধ্যমে বেড়াতে গেলে, জনপ্রতি ও দশ টাকা কমিশন পাবে। তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি নেই।

এই লাভ–ক্ষতির হিসেব শ্রীক্ষেত্রে এসে মানুষ করে নাকি! আর সেটাতেই হয় মুশকিল। স্নান করার পর জগন্নাথ মন্দিরে যাব। লজের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। একজন এসে বলল, আমি এই হোটেলের পাণ্ডা। আমি গোটা মন্দির, ঠাকুর ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

– আপনাকে কত টাকা দিতে হবে? সাবধানী প্রশ্ন করি।

– আমার কোনও রেট নেই। খুশি হয়ে যা দেবেন। তাতেই চলবে।

এরকম আরো দু’জন আসে। সবাই প্যান্ট শার্ট পরা। ভাবছি, আজকাল কি পাণ্ডারা ঠাকুরের কাছে প্যান্ট শার্ট পরে যায় নাকি? তাদেরও বক্তব্য এক। মন্দির ঘুরিয়ে আনবে। এইযে নির্দিষ্ট রেট নেই, খুশির ওপর নির্ভর, এতেই মুশকিল। কে যে কততে খুশি হয়, এ বোঝা বেশ ঝামেলার বিষয়। শেষে দেখা যাবে এই নিয়ে বিরাট বিপত্তি। জামাইবাবু এদেরকে ছাড়াই এগোতে থাকেন।

জগন্নাথ মন্দিরের সামনে আবার পাণ্ডা। তবে এরা ধুতি পরা, গায়ে গেঞ্জি, গলায় গামছা এবং নানারকম মালা। চেহারার মধ্যে একটা গোলগাল ভাব আছে। অধিকাংশের শরীরে অনেকটা মেদ। সবাই ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতে চায়। কারোর রেট ২০১ টাকা তো, কারোর ২৫ টাকা। দরাদরি করলে ২০১ টাকাটা ২১ টাকাও হয় অবশ্য। যেন কলকাতার মেট্রো গলি। এদের সকলের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকেছি। শুনেছি, পুরীর পাণ্ডাদের বিরাট ক্ষমতা। ওড়িশা রাজ্য সরকারও নাকি এদের সমঝে চলেন। চৈতন্যদেবকে নিয়ে এখানে কত বিতর্ক হল। চৈতন্যদেবের মৃত্যু আর এখানকার পাণ্ডাদের নিয়ে তো নানা লেখালেখি হয়েছে। আমাদের বন্ধু ড. জয়ন্ত চৌধুরীও মহাপ্রভুর মৃত্যু নিয়ে তদন্তমূলক বেশ ভালো বই লিখেছেন। মৃত্যুর নতুন দিক খুঁজে বার করেছেন জয়ন্ত। এসব মাথায় নিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়ি। ভেতরে বেশ ভিড়। সেই ভিড়ে মন্দিরের মেঝেতে পড়ে গেলে আর বাঁচার উপায় নেই। আর পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাও সবাই ঢুকছে। মাঝে মাঝে চিৎকার উঠছে – জয় জগন্নাথের জয়। আমাদের দলের সবথেকে ছোট সাত বছরের সোহমও সকলের দেখাদেখি চিৎকার করে উঠল – জয় জগন্নাথের জয়। ও হয়তো বুঝেছে, এখানে জগন্নাথই একমাত্র ভরসা। বাকিরা শুধু টাকা আর টাকা, হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার বিগ্রহ। মনের মধ্যে একটা ঘোর কাজ করে। এই জগন্নাথ নিয়ে কত কিংবদন্তী। নিমেষের মধ্যে আমাদের দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এরমধ্যেও একেবারেই বিগ্রহের কাছে পৌঁছে গেলেন আরাধনা বৌদি আর তাঁর মেয়ে স্বাতী। ঠাকুরের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে বৌদি দেবতার চরণের ফুল চাইলেন। ব্রাহ্মণ বললেন, টাকা কোথায়? বৌদির কাছে তখন টাকা নেই। ব্রাহ্মণ ফুল দিলেন না। ব্যাজার মুখে বেরিয়ে এলেন বৌদি।

হঠাৎ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার মাথাটা একজন চেপে ধরলেন বালিশে। বালিশ থেকে মাথা তোলার পর টাকা চাইলেন। পাঁচ টাকার একটা কয়েন দিলাম। উনি ওড়িয়া ভাষায় বললেন, ওটা ভিখিরিকে দিতে। এখানে কাগজের নোট দিতে হবে। দশ টাকা দিয়ে রেহাই পেলাম। আর একটু এগোতেই ছড়ি দিয়ে মাথায় একজন আঘাত করলেন। আঘাত করেই হাত পাতলেন। কিছু না দিতে আবার ছড়ির আঘাত। এবার খানিকটা জোরে। এটা দক্ষিণা না পেয়ে, হয়তো রেগে।

গোটা মন্দির চত্বর ভক্ত, পাণ্ডা প্রভৃতিদের ভিড়ে একাকার। তার মাঝে জগন্নাথ মন্দিরের কারুকার্যে চোখ আটকায়। আমাদের দলের ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা সাহিত্যিক। তিনি মন্দিরের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন সকলকে। এই মন্দির তৈরি হয়েছিল ১২০০ শতাব্দীতে। রাজা অনঙ্গভীম দেব নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের উচ্চতা ২১৪ ফুট। এর আকার ‘প’রথ’ এর মত। মন্দিরের চারপাশে যে প্রাচীর তার নাম ‘মেঘনাদ’ প্রাচীর। মন্দিরটির চারটি ভাগ– বিমান, মুখশালা, জগমোহন এবং ভোগমন্ডপ।

সেদিন বিকেলে বৌদ্ধবিহার, গুন্ডিচা–মাসীর বাড়ি, নরেন্দ্রসরোবর, সোনার গৌরাঙ্গ বহু কিছু দেখা গেছে। তবে সর্বত্রই কেমন টাকার খাঁই। সবাই ঠাকুরের সামনে হাত পেতে বসে আছে নানা ভঙ্গিমায়। একজায়গায় এক যুবক বলছে, ‘এ দেবতা জগন্নাথের বাবা মা। এখানে টাকা দিয়ে ভেতরে ঢুকুন।’ বাইরে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। এক ঠাকুর থেকে আর এক ঠাকুর। নানাজন নানা কায়দায় ভক্তদের প্রলোভিত করছেন। ভক্তরা কেমন বেপরোয়া, যেন ঠকতে এসেছেন।

সেদিন রাত্রে আবার জগন্নাথ দর্শন। তখন ভিড় খানিকটা পাতলা। মন্দিরের সামনে অনেক দোকান। রাত্রে মন্দির থেকে হাঁটছি স্বর্গদ্বারের উদ্দেশে। আমাদের সঙ্গী ড. শঙ্করকুমার প্রামাণিক হঠাৎ বললেন, ‘আজ সারাদিনে কোনো দোকানে শিশু শ্রমিক দেখিনি।’ সত্যিই তাই। পুরীর কোনো দোকানে ছোট ছেলে–মেয়েরা কাজ করে না। এর কারণ জানার জন্য কয়েকটা দোকানে কথা বললাম। প্রত্যেকেই বলেছেন, বাচ্চাদেরকে যেসব দোকানী রাখবে তাদের কঠোর শাস্তি হবে। যাবজ্জীবন জেল হতে পারে। এটা জামিন অযোগ্য অপরাধ। শঙ্করদা বললেন, ‘ওড়িশা সরকার যেটা পারল, সেটা পশ্চিমবঙ্গে কেন হচ্ছে না?’ এসব প্রশ্নের উত্তর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ভালো দিতে পারবেন। তবে, আমার নিজের মনে হয়, সব ভালো কাজের জন্য একটা সদিচ্ছা লাগে। সেই সদিচ্ছার অভাব আমাদের।

স্বর্গদ্বারে পৌঁছেছি। সমুদ্র ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে নৌকাজাতীয় কোনো কিছুতে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। জেলেরা মাছ ধরছেন। ছপ ছপ করে জলের শব্দ হচ্ছে। এখন মানুষের কোনো কোলাহল নেই। পরিবেশটা বেশ ভালো লাগে।

পরের দিন কোনারকের সূর্য মন্দির, ধউলিগিরি, লিঙ্গেশ্বরের মন্দির, খন্ডগিরি, উদয়গিরি, নন্দনকানন প্রভৃতি নানা জায়গায় গেছি। চন্দ্রভাগা পেরিয়ে কোনারকে যাওয়ার সময় মনটা আনন্দে নেচে উঠেছিল হরিশবাবুর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে। কোনারকের হরিশচন্দ্র দাস আমার অনেকদিনের চেনা। সমাজসেবী মানুষ। সকলের দু:খে কাতর হন তিনি। মন্দিরের সামনে এক ফটোগ্রাফারের কাছে তাঁর খোঁজ করি। যাঁর কাছে খোঁজ করলাম, তিনি তাঁর প্রতিবেশী। খুব দু:খিত হয়ে বললেন, ‘একবছর হল হরিশ বাবু এক্সপায়ার করেছেন।’ মনটা বিষণ্ণ হয়। ওঁর ছেলে এখানকার গাইড। ওখান থেকে ধউলিগিরি। নতুন বিয়ে করেছে এমন দুই যুবক–যুবতী নানা পোজে ছবি তুলছে মন্দির চত্বরে। বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিয়ে ওরা বলল, অশোকের পায়ের তলায় বসে একটা ছবি তুলব। স্কুলে পাঠ্য বইতে অশোকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু বুদ্ধদেবের মূর্তি আলাদা করে চিনতে না পারায় খানিকটা হতাশ লাগে।

ফেরার দিন ধৌলি এক্সপ্রেসে চেপেছি। ভুবনেশ্বরে কয়েকজন মেয়ে উঠল। এটা একটা নাচের দল। ওড়িয়া নাচ–গান করে ফাংশানে। এদের নাকি খুব চাহিদা দর্শকমহলে। ট্রেন এগোচ্ছে। কটক, কেওনঝড় রোড ছাড়িয়ে ভদ্রক ঢোকে। ভদ্রক স্টেশনে একদল আদিবাসী মহিলা উঠলেন আমাদের এই সংরক্ষিত কামরায়। এঁরা নানা বয়সী। বস্তা থেকে সবাই চাষের কাজে এসেছিলেন। এদের একজন সুভদ্রা হেমব্রম। বয়স ২০ খানিক। কলেজে পড়ে। সময় পেলে রোজগারে বেরোয়। আজ এঁরা প্রত্যেকে ২০০ টাকা মজুরি পেয়েছেন। নিজেদের মধ্যে কলকল করে কত কথা বলছেন। প্রাণের হুল্লোড় উঠেছে এই কামরায় তখন।

প্রথম পাতার পর ...

মমতা–মুকুল দ্বৈরথে

সিপিএমের সাংসদ মহম্মদ সেলিম থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন রেল রাষ্ট্রমন্ত্রী অধীররঞ্জন চৌধুরি থেকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সকলের কথার মর্মার্থই এক, 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। মুকুল রায় সত্যিই চাচার মতো নিজের মান বাঁচানোর দিকে নজর দিয়েছেন কিনা সেটাই এখন রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যদিও মমতা–মুকুল দ্বৈরথ কিন্তু আজকের সৃষ্টি নয়। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে হঠাৎ করেই জাতীয় নেত্রী হওয়ার ইচ্ছা জাগে তৃণমূল সুপ্রিমোর মনে। দলনেত্রীর ইচ্ছা বলে কথা। সঙ্গে সঙ্গে মুকুল রায় নেমে পড়েন অপারেশনে। জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোত থেকে তখন একদা শিষ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দাপটে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন আন্না হাজারে। এহেন আন্নাও সবাইকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করে বসেন, মমতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রসদ আছে। ব্যাস আর পায় কে। রে রে করে মাঠে নেমে পড়ে মুকুল ব্রিগেড। ঠিক হয় দিল্লির বুকে যৌথ সভা করবেন আন্না–মমতা। কিন্তু কালচক্রের পরিহাসে সেই সভাই সুপারডুপার ফ্লপ শো তে পরিণত হয়। কথা দিয়েও শেষমুহূর্তে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ান আন্না। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য জাতীয় রাজনীতিতে এভাবে কোণঠাসা হওয়ার জন্য আজও মমতা দায়ী করেন মুকুল রায়কে। যাতে ইন্ধন জোগান দলের মুকুল বিরোধী নেতারা। তাও লোকসভা ভোটের তাগিদে নিজেদের ঝগড়া ভুলে ফের কাছাকাছি আসেন দলের যুযুধান দুইপক্ষ।

কিন্তু সলতেটা পাকানো হতে থাকে ভিতরে ভিতরে। যার আঁচ মালুম পড়ে কিছুদিন আগে মুকুলপুত্র শুভ্রাংশু রায়ের এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। যেখানে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাচার কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য ঠারেঠোরে নিজের দলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান শুভ্রাংশু। যা আদৌ ভালো চোখে দেখেননি মমতা। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, পুত্রের এই বিদ্রোহী মনোভাবে প্রশ্রয় ছিল পিতার। এর পর মুকুল নিজেও সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর রেলমন্ত্রীত্বকালে সারদা যোগ ছিল না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। পাশাপাশি মমতা আমলের সারদা–যোগের দায়দায়িত্ব যে তাঁর নয় তারও জানান দিলেন। শুভ্রাংশুর পর মুকুলের এই তোপ যে একটি বৃত্ত পূরণ তা রাজনীতির যে কোনও মনোযোগী ছাত্রই বলবেন।

সারদা কাণ্ড নিয়ে জেরবার তৃণমূলে তাই এখন শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজমান। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছে লোকসভা ভোটে ৩৪ টি আসন দখল করে নেওয়ার পরেও সভানেত্রীর বা দলের নেতা–মন্ত্রীদের শারীরিক ভঙ্গীমায় কোনও উচ্ছ্বাস না পরিলক্ষিত হওয়ায়। এর ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যুক্ত হয়েছে মুকুল পর্ব। এমনিতে তৃণমূল ভবনের হালহকিকৎ সম্পর্কে যারা পরিচিত তারা ভালো মতোই জানেন এই দলে মুকুল লবির পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন আরও একটি গোষ্ঠী রয়েছে। হালফিলে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলে মাথাচাড়া দিচ্ছে তৃতীয় একটি গ্রুপ। যাতে সামিল হয়েছেন মুকুল রায়ের রোষানলে যুব তৃণমূল সভাপতির পদ খোয়ানো তরুণ তুর্কী শুভেন্দু অধিকারী, ছাত্র রাজনীতির এই মুহূর্তের কমান্ড ইন চিফ শঙ্কুদেব পণ্ডারা। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে নাকি ইদানিং ভালো সম্পর্ক রেখে চলছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লবি।

কারণ দুটি গোষ্ঠীরই মূল এজেন্ডা মুকুল বিরোধিতা। আর মুকুলের এই ধরণের মন্তব্যে পর স্বাভাবিকভাবেই দলে নিজেদের রাশ শক্তিশালী করতে তৎপর হয়েছে এরা। একটি মহলের বক্তব্য ভাইপো অভিষেকের পিছনে আসলে প্রশ্রয় রয়েছে পিসি মমতার। এখানেই উঠছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুকুলের এই বিদ্রোহ কতদূর যেতে পারে? হয়তো সারদা তদন্তের অগ্রগতিই এর ফয়সালা করবে। তবে দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্বোপরি প্রায় নিঃস্ব অবস্থা থেকে আর্থিকভাবে দলকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মুকুলবাবুর অবদান অনস্বীকার্য এই কথাটা বিলক্ষণ জানেন তৃণমূল নেত্রী। তাছাড়া দিল্লিতে যে কোনও তৃণমূল নেতা মায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও মুকুল রায়ের প্রভাব অনেকটাই বেশি। এসব কথা মাথায় রেখে সামনের পুরসভা এবং অদূর ভবিষ্যতের বিধানসভা ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে মমতা এখন কি করেন সেটাই দেখার।

বসিরহাট (দক্ষিণ) কেন্দ্রে তৃণমূলের পালে জয়ের হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কার্যত চতুর্মুখী লড়াইয়ের কথা বলা হলেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর জয় প্রায় সুনিশ্চিত হতে চলেছে বলে দলীয় সূত্র মনে করছে। এই উপনির্বাচনে প্রথম চমক হচ্ছে তৃণমূল প্রার্থী দীপেন্দু বিশ্বাস। বসিরহাটের ঘরের ছেলে। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের একজন বিশিষ্ট ফুটবল তারকা। তাই দলমত নির্বিশেষে ভূমিপুত্র দিপেন্দুর পক্ষেই জনমত তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছে তৃণমূল। গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইদ্রিশ আলি প্রায় লক্ষাধিক ভোটে জিতলেও বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ভোটে হার হয় তার। এই কেন্দ্রে একসময় সিপিএমের শক্তিশালী সংগঠনের পাশাপাশি কংগ্রেসেরও সংগঠন ছিল মজবুত। এর পাশাপাশি উঠেছে বিজেপি হাওয়া। এই হাওয়ায় এখানে সিপিএম ও কংগ্রেসের সংগঠন একেবারে বিপর্যস্ত। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলত এসে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম বিজেপিতে। দীপেন্দু বিশ্বাস ভূমিপুত্র হওয়ায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্রা পাচ্ছে। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হার হয়। তাই সংগঠনকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়, জেলা সভাপতি তথা খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জেলা পর্যবেক্ষক তথা বিধায়ক নির্মল ঘোষ, বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, এটি এম আবদুল্লা, বিধায়ক রথীন ঘোষ–সহ নির্বাচন পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতা–কর্মীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর ফলে লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রটি সাংগঠনিকভাবে ছন্নছাড়া থাকলেও বর্তমানে অনেকাংশে সুসংহত। কার্যত এবারের নির্বাচনে অনেক আগেই তাঁরা দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ওয়ার্ড ও অঞ্চলভিত্তিক এবং সর্বোপরি ২৮৫টি বুথের প্রত্যেকটিতে সভা করার কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এর বেশিরভাগ সমাবেশেই মুকুল রায়ের নেতৃত্বে সভাপতি, পর্যবেক্ষক–সহ জেলার প্রায় সব নেতৃত্বই উপস্থিত থাকছেন। এছাড়াও নির্বাচনের আগেই এখানে রাজ্যের বিভিন্ন নেতা, মন্ত্রী ও তারকাদের নিয়ে এক বিরাট সমাবেশ সঙ্ঘটিত হতে চলেছে বলে তৃণমূল সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা : এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সুন্দরবন কোস্টাল থানার আমতলী গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় অমর মন্ডল নামে এক ব্যক্তিকে। অভিযোগ রাত্রে বাড়িতে বসে কাঁথা সেলাই করছিল ওই নাবালিকা। মা–বাবা বাড়িতে ছিলেন না। এই সুযোগে অভিযুক্ত তাকে ধর্ষণ করে বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন নাবালিকার বাবা–মা। অভিযোগ পাওয়ার পরেই অমরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। নাবালিকাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা বিচার করা হচ্ছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরদিন ধৃত অমর মন্ডলকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। সে এখন জেল হেফাজতে। রাজ্য জুড়ে ধর্ষণ কাণ্ডের রমরমার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোসাবার এই আদিবাসী নাবালিকার বলাৎকারের খবরে।

ADVERTISEMENT

Wanted One Bengali Teacher, One Group-D staff and Two Guards for newly started Basanti Model School, Vill + P.O- Shibganj, Block - Basanti, Canning Sub-Division, District- South 24 Parganas.
Staff will be engaged by walk - in-Interview, held on 25.09.2014 (Thursday) at the Office Chamber of SDO, Canning Sub-Division, District - South 24 Parganas.
Bengali Teacher and Group-D staff will be engaged from among retired Teacher(s) and retired Govt. employee (s) respectively. Two Guards will be engaged from NVF/Ex-Servicemen/Home Guard.
For details contact nearest B.D.O/ Municipality/Sub-Inspector of Schools office.

District Inspector of Schools (SE)
South 24-Parganas

১০৯৯(৪) /জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৫.৯.১৪

প্রথম পাতার পর ...

মানবিক মূল্যবোধ

কিছু শিক্ষায় নিয়ামক শক্তি গণতন্ত্রের আড়ালে কুক্ষিগত হয়েছে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন ক্ষমতাবানদের ড্রয়িংরুমে। নানা মতবাদ আর ইজম্–এর গোলকধাঁধায় প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা পথ হারিয়েছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো, প্রশাসন,পরিচালনায় দেশপ্রেমহীন রাজনীতির কালো ছায়া অভিজ্ঞ শিক্ষকসমাজ উপলব্ধি করে থাকেন। দলতন্ত্র আর স্বজনপোষণ–মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা জরুরি। যে শিক্ষা দেশে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করতে উৎসাহ দেবে না বা বাধ্য করবে না, যে শিক্ষা বিশ্বপ্রেমের পূর্বে ভারতপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে, যে শিক্ষা ভারতবাসী হয়ে ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে না সেই মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দরকার। দেশের পাঠ্যক্রমের অভিমুখ এমনই হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ এ দেশের আবহাওয়ায় কতটা বাস্তবধর্মী তা অনুধাবন করা একান্ত জরুরি। বারংবার গিনিপিগ হওয়া এ দেশের শিক্ষার্থী সমাজকে চিন্তা চেতনায় স্বাধীন করার সাহস আজ আচার্যকুলের ওপর বর্তায়। 'সত্য যে কঠিন, যে কখনও কোনও বঞ্চনা' আর আত্মসর্বস্ব নয়, পরীক্ষায় শুধুমাত্র পুরস্কার, পদকপ্রাপ্তির তাড়না নয়, চৈতন্যের পাদপীঠে আর অচৈতন্যের আরাধনা নয়। শিখতে হবে দেশপ্রেম কাকে বলে, হবে। একমাত্র আচার্যকূলই শিক্ষা দিতে পারে – 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া...' অন্ধকার আকাশের বুক চিরে বয়ে চলা শিক্ষা নক্ষত্রপুঞ্জের আকাশগঙ্গা–স্বরূপ গ্যালাক্সির উদ্দেশ্যে সার্থক তর্পণ ও প্রায়শ্চিত্ত করা আজ তাই প্রয়োজন। আর এই জরুরি বার্তার বাস্তবায়নে সব পক্ষের সক্রিয়তা অপরিহার্য।

তিন হাজার বাম সমর্থক তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শুক্রবার ক্যানিং মহকুমার গোসাবা থানার বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আরএসপি প্রধান আজমিরা খাতুন সহ চার জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেন। এদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর এবং সাংসদ প্রতিমা মন্ডল। এর সঙ্গে সিপিএম এবং আরএসপির তিন হাজার কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। এই দল বদলে বিপ্রদাসপুর পঞ্চায়েত এখন তৃণমূলের দখলে। যোগদানকারীরা বলেন মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা দল ছাড়লেন। প্রসঙ্গত রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার আগে যে দুটি জেলা পরিষদ ঘাসফুলের দখলে এসেছিল তার অন্যতম এই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। দীর্ঘদিনের দখলে থাকা জেলা পরিষদকে সামনে রেখে তৃণমূল নিজেদের রাজনৈতিক পরিধির বিস্তার ঘটাচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
BARUIPUR DEVELOPMENT BLOCK
PIYALI TOWN, SOUTH 24 PARGANAS.

ADVERTISEMENT
NET NO. 04/BDB OF 2014-15
Memo no. 2133/BDB dt. 22.08.2014

Sealed tenders are invited from bonafied and experienced contactors and registered co-operative societies for construction of 'kitchen cum store' at schools under Baruipur Block, construction of concrete road, Brick soling road, sinking of tubewell, construction of toilet at the office of inspector F & S and construction of boundary wall of graveyard.

A) Date of application for tender paper: 10.09.2014 between 11 am to 4.00 Pm

B) Date and time of issuing tender paper: 11/09/2014 between 11 am to 3.00 Pm

C) Last date and time for receiving of tender form: 12/09/2014 within 2.00 pm

D) Date and time of opening of tender form: 12/09/2014 at 3.00 pm

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED.

Block Development Officer
Baruipur Development Block
&
(ex officio) Executive Officer
Baruipur Panchayat Samity

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি. নং ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৫, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৮, ১১০৯, ১১১০, ১১১১, ১১১২, ১১১৩, ১১১৬, ১১২০, ১১২১ তারিখ ০৪.০৯.২০১৪–এ ৬টি টিউবওয়েল, ৫২টি বিল্ডিং তৈরি ও ১টি বিল্ডিং রিপিয়ারিং–এর টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য ১৮.০৯.২০১৪ তারিখ বেলা ৪.০০টা পর্যন্ত কাজের দিনে কুলতলি নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

1045/Kul/5.9.14

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE

Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

অগ্নিকন্যা

কৌশিক মজুমদার

বাংলার অগ্নিকন্যা
যখন তাকে দেখেছি
ইউনিভার্সিটির পুরাতন কথা
সবাই মনে রেখেছি।
প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে
যখন এলেন ইন্দিরা,
এদেশে কেন, সব জায়গাতেই
আনন্দে মাতে বসুন্ধরা।
মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আশীর্বাদ পুষ্ট
এ রাজ্যের গৌরব
হিংসা ভুলে অহঙ্কার ছেড়ে
নেব ফুলের সৌরভ।

সিদ্ধার্থ সিংয়ের নেতৃত্বে নতুন দিশালাভ যুব ক্রান্তি মোর্চার

সমাজসেবক ও Democratic Cell এর Editor, NHRCI এর জাতীয় সংযোজক সিদ্ধার্থ সিং–এর নেতৃত্বে শুরু হল যুব ক্রান্তি মোর্চার জয়যাত্রা। এই মোর্চার প্রতিষ্ঠাতা উত্তর প্রদেশের নলিন সিং এবং পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধার্থ সিং। গত ৩১শে আগস্ট উত্তরপ্রদেশের এক কার্যকর্তা সম্মেলনে মোর্চার নতুন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। বর্তমানে এই সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজারের ওপর। গত এক বছরে এই মোর্চার নেতৃত্বে উঃ প্রঃ এর রামপুরে আজম খান–এর বিরুদ্ধে এক জমি আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলন উঃ প্রঃ–এ বিজেপি–কে শক্তিশালী করে। এই আন্দোলনের ফলে বিজেপির জনপ্রিয়তা রামপুর ও আশেপাশের জেলায় বৃদ্ধি পায়। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন জাতীয় সভাপতি নলিন সিং ও জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ সিং। এই সিদ্ধার্থ সিং গত কয়েক বছর কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির বিরুদ্ধে Human Rights–এ অনেকগুলি অভিযোগ করেছেন। হাওড়াতে অনেকগুলি সফল কেস উনি লড়েছেন মানুষের স্বার্থ এবং গো–আন্দোলন এর সমর্থনে। বর্তমানে উনি যুব ক্রান্তি মোর্চাকে আধুনিক যুবক–যুবতীদের কাছে একটি বিকল্প অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে সংগঠিত করছেন।

সিদ্ধার্থ সিং
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক
যুব ক্রান্তি মোর্চা
Mob - 9239901058

কেমন চলছে প্রস্তুতি

পায়ে পায়ে পাড়ায় পাড়ায়

নারী নির্যাতনের যন্ত্রণা কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে বাংলার বুকে। রোজকার খবরের কাগজের পাতা উলটালে সহজেই বোঝা যায়,বাংলার আকাশে ক্রমশই ঘনিয়ে উঠেছে নারী নির্যাতনের কালো মেঘ। আর ঠিক এই কঠিন সময়েই গোটা বাংলা কয়েকদিনের মধ্যেই মেতে উঠতে চলেছে নারীশক্তির আরাধনায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং–এর যুগে যুব সমাজ ইন্টারনেটের জাদুতে বুঁদ হয়ে থাকলেও তাদের স্টেটাস আপডেটে এখন কেবল দিনগোণা একজনেরই আগমনী ভাবনায়। কোনও সেলিব্রিটি না হয়েও ঘরের মেয়ে উমা এখন নানা বেশে নানা আঙ্গিকে ওয়েব দুনিয়া তো মাতাচ্ছেনই সঙ্গে শিল্পীর ভাবনায় ও চিন্তনের রঙে জীবন্ত হয়ে উঠছেন মৃত্তিকার অবয়বে। উত্তরের বিশালতা ও দক্ষিণের নৈপূণ্য মিলেমিশে এক হয়ে আলোর উৎসবে সাজবে সমগ্র কলকাতার আনাচ–কানাচ। ঘুরে দেখলেন সুমনা সাহা দাস, ফারহিন খাতুন, বৈশালী সাহা, সুদীপ কুমার দাস, অর্পণ মন্ডল, বাপন মন্ডল। শাটার টিপলেন নাভিদ নওয়াজ ও শ্রাবন্তী সরদার।

উত্তরের **'নলিন সরকার স্ট্রিট'** সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সান্যাল জানান, 'এ বছর আমাদের ৪২তম বর্ষে শিল্পী পরিমল পালের ভাবনা, **'বোধের দর্পণে বোধন'**। দেবীর দশপ্রহরণধারিণী রূপের নয়ন দর্পণে আত্মানুসন্ধানের আরাধনাই এর মূল রূপায়ণ'।

'হালসিবাগান সার্বজনীনের' প্রধান উপদেষ্টা প্রশান্ত প্রামাণিক জানান, '৭০ বছর পূর্তিতে আমাদের বিশেষ আকর্ষণ শিল্পী তুষার কান্তি প্রধান ও বাপ্পা হালদারের সৃজনে **'দশমহাবিদ্যা ধারিণী'**। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী বগলা, মাতঙ্গী, কমলার রূপের একত্রিত শক্তিতে জলের মাঝে অবস্থিত অসুর দেবীর চরণাঙ্গুলী স্পর্শে নীল বর্ণ হয়ে মুছে যাচ্ছে সংসারের সব পাপ, এমন রূপই উঠে আসবে মন্ডপে।'

বেহালা নতুন দল

তেলেঙ্গাবাগান সার্বজনীনের ৪৯তম বর্ষে শিল্পী আশিস চৌধুরীর বিষয় ভাবনা **'দুগ্গার বারোমাস্যা'**।

উদয়ন খিদিরপুর ৬৮তম বর্ষের ভাবনা কখনও মেয়ে কখন মা আবার কখনও বোন বা দিদি এই হল একটি নারীর বিভিন্ন রূপ। সীতা থেকে দ্রৌপদির মতো অনেক নারী প্রাচীনকাল থেকে এই অত্যাচারের অন্তর্ভুক্ত। কখনও পরিবারের চাপের মধ্যে সন্তানের জন্য মা নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন, নারীর আরেক চরিত্র দেখা যায় সমাজসেবিকা মাদার টেরিজার মধ্যে, নারীর ওপর মা দুর্গার আদল হল এবারের পুজো থিম, এমনটাই জানালেন মন্ডপ শিল্পী সঞ্জয় দাস, ৬৮তম বর্ষের এই দুর্গোৎসব পুজো কমিটির সম্পাদক হলেন শান্তনু চক্রবর্তী।

খিদিরপুর নবরাগ ৪৩তম বর্ষের পরিকল্পনা **'জলের অপর নাম জীবন'** বহু কথিত ও পরিচিত এই শাশ্বত বাণী। মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জলের অপরিহার্যতা সর্বজনবিদিত, শুধু প্রাত্যহিক জীবনে নয়, মানবসমাজের বৃহত্তর স্বার্থে জলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আবার সেই জল হল পরিবেশ দূষিত হওয়ার এক অন্যতম কারণ। একদিকে জল ছাড়া যেমন টিকে থাকা যায় না আবার সেই দূষিত জলকে কীভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা যায় সেটি হল এবারের পুজো পরিকল্পনা। এই পুজো কমিটির সদস্য হলেন সায়ন বসু।

খিদিরপুর ভেনাস ক্লাবের ৬৯তম বর্ষের ভাবনা শতদলে দশভূজা। বাঙালির অতি প্রিয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে পাওয়া যায় রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র অকালে বোধন করে দেবী দুর্গার। ছলনাময়ী দেবী একটি পদ্ম হরণ করেন। শরৎকালের দুর্গাপুজো অকালবোধন, ১০৭টি পদ্ম দিয়ে অসম্পূর্ণ পুজোকে সম্পূর্ণ করার অভিপ্রায়ে পদ্মলোচন রাম যখন তার নীলোৎপল তুল্য চক্ষু দেবীর চরণ কমলে অর্ঘদানে উদ্যত হয়। তাই বর্তমানে পুজো পরিকল্পনা অকালবোধনে, ক্লাবের সম্পাদক হিমাদ্রী শেখর দাঁ, উপরিউক্ত তিনটি মন্ডপের শিল্পী হলেন সঞ্জয় দাস।

হরিদেবপুর বিবেকানন্দ পার্ক এ্যাথলেটিক ক্লাব ৪৩তম বর্ষে এবারের উৎসব প্রাঙ্গন সেজে উঠেছে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শিল্পীদের শিল্প রচনায়। ট্রেসি লি স্টাম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড জয়ী পথচিত্রী। ট্রেসি প্রতিমার প্রাঙ্গনে চিত্ররচনা করেছেন কলকাতার টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে। চালচিত্রে কুমোরটলির প্রতিমা নির্মাণের দৃশ্য। তিল তিল করে এমন সব রূপবন্ধ একত্রিত করে 'দুর্গো' (মা) এখানে তিলোত্তমা।

মানিকতলা চালতাবাগান লোহাপট্টি দুর্গাপুজো কমিটি দেখতে দেখতে ৭১ বছর কাটিয়ে ৭২ বছরে পদার্পণ করল। শিল্পী সুতনু মাইতির ভাবনা **'স্মৃতির রেখা স্মৃতি স্তম্ভ'**। পুজা কমিটির সম্পাদক রাজেশ কুমার জয়সওয়াল বলেন 'মানুষ তার কর্মময় সামাজিক জীবনের ধ্যান ধারণাকে রূপ দিতেও স্মৃতিকে ধরে রাখতে এই শিলামন্ডিত স্তম্ভ'। পুজো কমিটির সহসভাপতি, অশোক জয়সওয়াল তার কথার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন 'থার্মকল বা কাঠ–বাঁশ দিয়ে কাজ করা যেত, কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের রং করে আমরা মানুষের কাছে অন্য রকম শিল্প ভাবনা পরিবেশন করে তুলতে চেয়েছি।'

করবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ৬৭তম বর্ষে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়েছে। শিল্পীর ভাবনায় করবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব রূপ নেবে **'অষ্টলক্ষ্মীর আবির্ভাব'** লক্ষ্মী দেবীর আটটি রূপকেই আমাদের মন্ডপের বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা হবে। অষ্টলক্ষ্মীর মূর্তি চাবির রং–এর সঙ্গে ঝুলিয়ে সম্পূর্ণ মন্ডপটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। প্রতিমা প্রসঙ্গে পুজো কমিটির কর্মাধক্ষ বিমান দত্ত বলেন 'মাতৃপ্রতিমা লক্ষ্মীর আদল, মা দুর্গা লক্ষ্মীর মতো সমান ভাবে বৃত্তমান, সেটাই দেখানো হয়েছে আমাদের এবারের ভাবনায়।'

হাওড়ার সরস্বতী ক্লাব ৬৮তম বর্ষ ধরে মাতাচ্ছে বিভিন্ন থিমে নানা রূপে দেবী দুর্গার আরাধনায়। এবছর তাদের নতুন থিম **'বৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি'**। যার মধ্যে দিয়ে মানুষকে অ্যাসিড বৃষ্টি থেকে সচেতনতা প্রদান করা হচ্ছে। এক আকর্ষণীয় বিষয়কে কেন্দ্র করেই বার্তা পৌঁছাতে চায় এই ক্লাব। ক্লাব অধিকর্তা উত্তম হালদার বলেছেন, 'এই ক্লাবের প্রচেষ্টায় সারা বছর ধরেই যোগব্যায়াম, ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা পদ্ধতিতে জিমের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ইত্যাদি চলে।' অমিতাভ দাস বলেছেন, 'বিভিন্ন থিম দ্বারা বার্তা প্রদানের জন্য মানুষ হাওড়ার ঠাকুর দেখার সময় তাদের ক্লাবের ঠাকুর দেখতেও ভোলেন না এবং তাদের থিম প্যান্ডেলের সঙ্গে সাবেকি ঠাকুরের পুজোও ক্লাবে আয়োজন করা হয়। তাই এই বিষয়টা মানুষকে আরও আলাদা করে আকর্ষণ করে।'

হাওড়ার একটি অত্যাধুনিক চিন্তাভাবনার থিম পুজোর মধ্যে সুবল স্মৃতি সংঘ অন্যতম। ৭০ তম বর্ষ ধরে অত্যাধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করে তাদের ক্লাবের পুজো ভাবনাকে। এ বছরের আকর্ষণীয় বিষয় 'হৃদকমলে'। যেখানে পদ্মের হ্রদে অবস্থান করতেন দেবী দুর্গা। এই মন্ডপ সজ্জিত হবে প্লাস্টিক পাইপ, টিন, লোহার রড, সার্টিন কাপড় ও স্পঞ্জ দিয়ে। এই ক্লাবের সেক্রেটারি দেবাশিস দাস বলেছেন, 'এই মণ্ডপ সজ্জার জন্য তাদের খরচ প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। অমর সরকার এই মন্ডপের পরিকল্পনা করেছেন প্রায় জুন মাস থেকে তাদের এই মন্ডপ সজ্জার কাজ শুরু করা হয়ে থাকে।' ক্লাব কর্তৃপক্ষ পরিমল সেনগুপ্ত বলেছেন, 'প্রতিবছর নতুন সৃষ্টির ফলে মানুষের ঢল থাকে অধরা। মাঠ বড় হওয়ায় প্রতিমা দর্শনে মানুষ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষ কারোরই তেমন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।'

হাওড়ার বাদামতলা বাসস্ট্যান্ডের অন্যতম ভাবনা চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দির। এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়। ৬৫ তম বছরে এই থিম পুজো। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সিদ্ধার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এ বছরের নতুন ভাবনা জ্যামিতিক বিষয়। এ বছর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। প্রায় ৪০ ফুট লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া হল এবছরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু।' এই মন্ডপ সজ্জিত হবে লোহার পাইপ, প্লাইউড ইত্যাদি দ্বারা। ক্লাব সেক্রেটারি চন্দনকান্তি চক্রবর্তী সারাবছর অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেছেন, 'চক্ষুদান শিবির, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, চক্ষু অপারেশন শিবির, পুস্তক বিতরণ, দুস্থদের বিভিন্ন রকম সাহায্য, বস্ত্রবিতরণ, প্রতিবন্ধীদের হ্যান্ড ট্রাই সাইকেল বিতরণী ইত্যাদি।'

বড়িশা উদয়নপল্লী
'নাটমন্দিরে লোকগীতি
মুখোমুখি হরপার্ব্বতী'

৪৭ তম বর্ষে বড়িশা উদয়নপল্লীর এবারের ট্যাগলাইনেই আভাস পাওয়া যায় পৌরাণিক কোনও ঘটনার। এবারের শিল্পী রণো বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, মূলত কাল্পনিক একটি মন্দির চত্বর গড়ে তোলা হচ্ছে যার নাম হরপার্ব্বতীতলা। এক শিবসাধক স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মা দুর্গার মন্দির ও শিবের মন্দিরগুলির আলাদা বৈশিষ্ঠ রয়েছে,এর গঠনগত শৈলি বাংলার মন্দির সংস্কৃতির থেকে কিছুটা আলাদা। এখানকার মা দুর্গার মূর্তিটি অষ্টদশভূজা। আজ ও পুরানো ঐতিহ্য মেনে পুজোর কদিন নানারকম লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠান হয় এই মন্দির চত্বরে। লোকসঙ্গীতের আবহ ও ধুপ ধূনোর গন্ধে এক অতুলনীয় পরিবেশে গড়ে উঠবে এই মন্দির চত্বরে। তবে এ শহরের অন্যান্য মন্দিরের মতো এখানেও মন্দিরের একাংশ দখল হয়ে গিয়েছে ফুল মালার দোকানের জন্য।

বড়িশা উদয়নপল্লী সারা বছরই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং

বাটানগর নিউল্যান্ড

দায়িত্ব প্রায় তিন বছর ধরে নিয়ে আসছে এই ক্লাব।

জুন মাস থেকে রোজ প্রায় ৩৫ জন কারিগর অক্লান্ত পরিশ্রমে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীর ভাবনা। শহরের ব্যস্ত জীবনের মাঝে বড়িশা উদয়নপল্লীর একটু আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া যে অন্য মাত্রা আনবে তা বলাবাহুল্য।

বেহালা নতুন দল
'ফিরায়ে দাও'

৪৯ তম বর্ষে বেহালার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো নতুন দলের এবারের ভাবনা 'ফিরায়ে দাও'। বর্তমান পৃথিবী পরিবেশ দূষণের সমস্যায় এখন আক্রান্ত।দূষণের কবল থেকে আজ রক্ষা নেই মাটি,বাতাস,জল কোনওকিছুরই। এই দূষণ জর্জরিত পৃথিবীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কথাই তুলে ধরা হয়েছে এখানের পুজোতে। নতুন দলের এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা। তিন মাস ধরে ২০–২৫ জন কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিল্পী পুর্ণেন্দু দে'র তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছে নতুন দলের মন্ডপ।

খিদিরপুর ভেনাস ক্লাব

পুজা আহ্বায়ক সন্দীপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, মূল মন্ডপে মোট পাঁচটি অংশ থাকবে। সেখানে পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম কে রূপায়িত করা হবে। প্রতিমায় সাবেকিয়ানা থাকলেও কিছু নতুনত্ব অবশ্যই থাকবে বলে জানান নতুন দলের সদস্যরা। তাই বলা যায় বেহালার অন্যতম ক্রাউড পুলার নতুন দল এবারেও নিঃসন্দেহে জনগনের চোখ টানবে।

লালাবাগান সার্বজনীন ভাঙা–গড়ায় জীবন ভরা
মায়ের পুজোয় শরিক মোরা...

শিল্পী পার্থরঞ্জন ঘোষের চমকপ্রদ ভাবনাচিন্তা নিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে তৈরি হচ্ছে লালাবাগান সার্বজনীনের ৬৬তম বর্ষের পুজো মন্ডপ। এবারে তাদের ভাবনায় তুলে ধরা হচ্ছে আমাদের নগর জীবনের মূল ভিত্তিকার রাজমিস্ত্রী এবং রঙমিস্ত্রীদের কথা। পুরো মন্ডপটাই এখানে গড়ে উঠেছে কোদাল, বেলচা, গাঁইতি, কড়াই, ওলন, হাদুড়ি, ছেনি প্রভৃতির মাধ্যমে। মূল মন্ডপে মোট পাঁচটি ধাপ পার করে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। আর এই পাঁচটি ধাপেই রয়েছে সাধারণ উপকরণে তৈরি অসাধারণ সব শিল্পকর্ম, যা দর্শনার্থীদের তাক লাগিয়ে দেবে বলেই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। তাদের বক্তব্য থিম পুজো মানে শুধুমাত্র আত্মিক দাম্ভিকতা নয়, বরং খেটে খাওয়া মানুষদের জয়গানই শারদোৎসবকে সার্থকতা প্রদান করে।

বেহালা ক্লাব
'আটপৌড়ে উপকথা'
চিরন্তন চিত্রকল্প।। চিরায়ত স্তুতি।

লালাবাগান সার্বজনীন

সামাজিক কাজকর্মে নিয়োজিত থাকে। বাখরাহাট অঞ্চলের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত এক শিশু দৈবিত্ত মন্ডলের রক্তের সমস্ত

৭০তম বর্ষে বেহালা ক্লাবের পুজোমন্ডপ সেজে উঠছে উড়িষ্যার এক লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। শিল্পী রূপক বসুর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এই লোকায়ত সহজিয়ার নাম সাউরা।পুরো মন্ডপ এবং সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে এই লোকসংস্কৃতির অসাধারণ সব শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলিই এবারের বেহালা ক্লাবের ইউ এস পি।এছাড়া প্রবেশদ্বারে বিরাট এক তিরের ফলার দ্বারা দেবীর অসুর বধের একটি মডেল থাকছে। বেহালা ক্লাবের এবারের প্রতিমা মূলত সাবেকি ঘরানার হলেও তার সঙ্গে সাউরা লোকশিল্পের মেলবন্ধন ঘটবে। অর্থাৎ দেবীমূর্তির মধ্যে সাউরা সম্প্রদায়ের মহিলার আদল থাকছে। ১৫ লাখ টাকা বাজেটের এই পুজোতে প্রায় দেড় মাস ধরে ২০জন কারিগর মন্ডপ নির্মাণ করছেন। মূলত, বাঁশ, কাঠ, লোহা, মাটির মতো সাবেকি উপকরণেই এখানকার মন্ডপ গড়ে উঠছে।

সহকারি কোষাধ্যক্ষ সুভেন্দ্র সাউ জানালেন, এবছর উদ্বোধনের দিন ক্লাবের পক্ষ থেকে ১০০০ জন দুস্থ শিশুকে বস্ত্র বিতরণ করা হবে।

বেহালা দেবদারু ফটক
নাচের ছন্দে
আনন্দে'

'ওড়লি
উৎসবে মাতি

ওড়লি মূলত মধ্যপ্রদেশের আদিবাসিদের একটি সংস্কৃতি। আর এই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই এবারে ৪২তম বর্ষের দেবদারু ফটকের ভাবনা।এবারের শিল্পী সুব্রত পন্ডিত নিপুণতার সঙ্গে ওড়লি সংস্কৃতিকে পুজোমন্ডপে ফুটিয়ে তুলছেন। তিনি জানালেন,বাঁশ,কাঠ ছাড়াও ফাইবার,অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ব্যবহার করা হচ্ছে মন্ডপ নির্মাণে।এখানে প্রতিমা সাবেকি ঘরানার হলেও তার সঙ্গে শিল্পের মেলবন্ধন ঘটবে। পুজো কমিটির সদস্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল প্রায় মাসখানেকের বেশি সময় ধরে ১৫–২০ জন কারিগর এখানে কাজ করছেন। বেহালা দেবদারু ফটক সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত থাকে। কিছুদিন আগেই ক্লাবের পক্ষ থেকে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য ব্রেইল প্রদান করা হয়েছে।চতুর্থীর দিন থেকেই দেবদারু ফটকের মন্ডপে প্রতিমা দর্শন করা যাবে।

বাটানগর নিউল্যান্ড দুর্গোৎসব কমিটি
''আমরা কোথায়,বাংলায় না রা–বাংলায়
জানতে গেলে আসতে হবে বাটায়''

মহেশতলা বাটানগর নিউল্যান্ডের পুজো এবছর ৬৮তম বর্ষে পড়ল। মহেশতলার মধ্যে সবথেকে বেশি বাজেটের পুজো হল নিউল্যান্ডের পুজো। প্রায় ৭০ লাখ টাকা বাজেটের এই পুজোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডার করা হয়েছে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সিকিমের রা–বাংলার নামচি অঞ্জলের এক বিরাট শিবমন্দিরের আদলে এখানে মন্ডপ নির্মাণ করা হচ্ছে। সিকিমের স্থানীয় ভাষায় এই মন্দিরের নাম সিদ্ধেশ ভড়া। বিরাট আকারের এই মন্ডপের উচ্চতা প্রায় ৭৫ ফুটের আশপাশে থাকবে। মাটি থেকে প্রায় ২৫ ফুট উপরে তৈরি হচ্ছে মূল মন্ডপ। মন্ডপের ২০ ফুট উপরে উপরে থাকবে ধ্যানমগ্ন শিবের একটি বিরাট মূর্তি। শিবমূর্তিটি উচ্চতায় ৩০ ফুট ও চওড়ায় ২৫ ফুট হবে।পুজো কমিটির মুখ্য–উপদেষ্টা পিযুষ দাস জানালেন,ফাইবার দিয়ে সম্পূর্ণ মন্ডপটি নির্মিত হচ্ছে।মন্দিরের ভিতরে শিবপুরাণের বিভিন্ন কাহিনি যেমন–সমুদ্রমন্থন, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি শিল্পকর্মের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। রথযাত্রার পরদিন থেকেই প্রায় ৪০জন কারিগর এবং শিল্পী চন্দন জানার পরিশ্রমে গড়ে উঠছে এই বিরাট পুজোমন্ডপ। চতুর্থীর দিন উদ্বোধনে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও রাজ্যপালকেও আনার চেষ্টা চলছে বলে জানালেন উদ্যোক্তারা। প্রতিবছরই বাটানগর নিউল্যান্ডের পুজো আলোড়ন সৃষ্টি করে জনমানসে।এবছর বৃষ্টি কাজ কিছুটা ব্যহত করলেও ব্যতিক্রম ঘটবেনা বলেই ধারনা উদ্যোক্তাদের। সরস্বতী পুজোর জন্য খ্যাত বাটানগর এবার দুর্গাপুজোতেও নিজেদের জানান দিতে তৈরি।

গ্রন্থ সমালোচনা

মনের আয়না : কাব্যগ্রন্থ

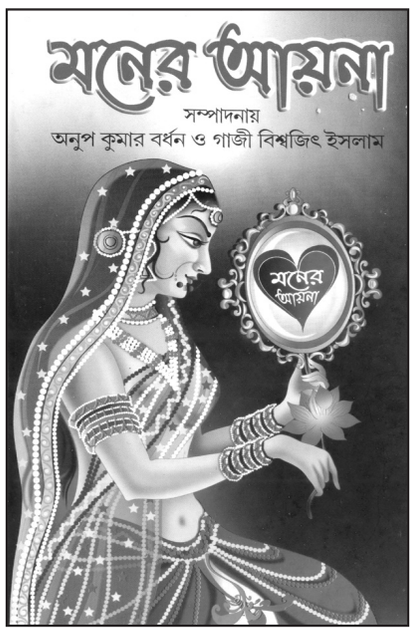

পার্থসারথি গুহ

এমন বহু লেখক আছেন, যাদের বিস্তর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও জনমানসে তা অঙ্কুরিত হয় না। এদের বেশ কিছু সৃষ্টি তুলে ধরা হয়েছে কাব্যগ্রন্থ মনের আয়নাতে। প্রচ্ছদও তৈরি হয়েছে এই নতুনত্বের কথা মাথায় রেখে। এই সঙ্কলনকে অলঙ্কৃত করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সুকুমার রায়, দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনবদ্য কাব্যিক শৈলী। এছাড়াও এই প্রয়াসের মূল হোতা অনুপকুমার বর্ধনের মরীচিকা কবিতাটি বেশ নজর কেড়েছে। ডাক্তার প্রকাশ মল্লিক, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, এমদাদউল হক নূর, কাজী গোলাম কিবরীয়া, ডাঃ কৃষ্ণা ভৌমিক, গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম, আইনজীবী প্রদীপ বড়ালের সৃষ্টিও তারিফযোগ্য। অন্যদের লেখাও খুব একটা খারাপ নয়। সম্পাদকীয়তে গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম এই সঙ্কলন প্রকাশের যে নেপথ্য কাহিনি তা উপস্থাপন করেছেন। যা পাঠক হৃদয়কে নিশ্চিতভাবে স্পর্শ করবে।

মনের আয়না, প্রকাশক : অনুপ কুমার বর্ধন, মূল্য : ২০০ টাকা, বাংলা এক নজর পাবলিকেশন, ৬/৪ ডি, রাণী রাসমনি বাগান, কলকাতা ৭০০০১৫

চাঁদের হাটের নিশিপদ্ম

যুধিষ্ঠির নস্কর

সোনাগাছি শুধুমাত্র একটি পতিতাপল্লির নাম নয়। বহু হতভাগার জীবনে কষ্টের কাহিনি এখানে নিমজ্জিত আছে। সাধারণ জীবনযাত্রার কক্ষপথ থেকে ছিটকে গিয়ে নীপিড়নের চাপা দীর্ঘশ্বাস সঞ্চারিত এখানকার পরতে পরতে। এই গল্পেই সে কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক সুভাষ চন্দ্র মন্ডল। চাঁদের হাটের নিশিপদ্ম যেন লেখকের খুব কাছ থেকে দেখা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ। তাই এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখাটি। বস্তুত সোনাগাছি বা শহরের অন্যান্য পতিতালয়ে যারা বসবাস করেন তাদের অধিকাংশ পেটের তাড়নায় কিংবা সামাজিক নিস্পেষণের শিকার হয়ে এই অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছেন। নীলকণ্ঠের মতো সমাজের যাবতীয় বিষ নিজেদের শরীরে আত্মস্থ করেছেন। যদি এরা না থাকতেন হয়তো বা রোজের এই ধর্ষণনামা লাফিয়ে লাফিয়ে শৃঙ্গ স্পর্শ করত। শিউরে উঠতে হয় সে কথা ভেবে, পাশাপাশি এদের নত মস্তকে প্রণামও জানাতে হয়। এদের মধ্যে এখনও যে মূল্যবোধ–নৈতিকতা রয়েছে তা সমাজের অনেক কেতাদুরস্ত মানুষের মধ্যে নেই। হোক না নষ্ট। অন্তত সমাজের চোখে। গল্পে অনেক টুইস্ট বা মোচড় রেখেছেন লেখক। যা খারাপ লাগে না। তবে কিছু কিছু জায়গায় শিথিল হয়ে গিয়েছে লেখনীর বুনন। এদিকটা আরও নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশ্বনাথ সাহার প্রচ্ছদ সময়োপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক। লেখক তাঁর লেখনীর জাল বুনে যেসব চরিত্রকে সামনে তুলে এনেছেন তা যেন মাটি থেকে উঠে আসার মতো। অর্থাৎ আমাদের সমাজে বলতে গেলে অহরহ যেসব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা ঘোর বাস্তব হয়ে উঠেছে। তাও লেখকের উচিত নিজের আবেগকে একটু বশীভূত করা। নচেৎ লেখার বাধুনী অনেক ক্ষেত্রে তাল কেটে যাচ্ছে।

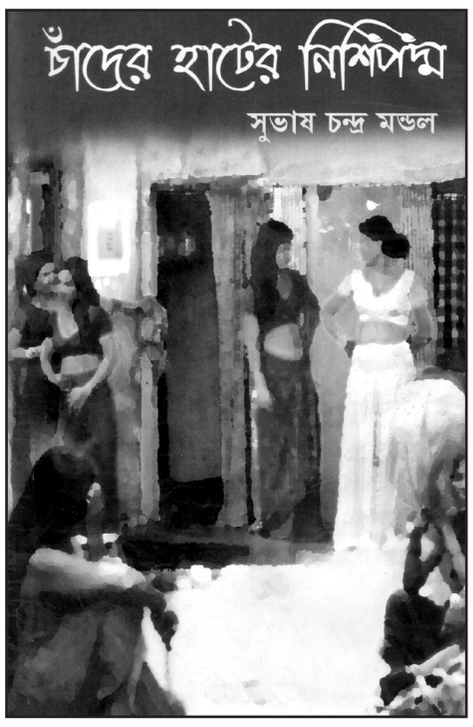

চাঁদের হাটের নিশিপদ্ম, সুভাষ চন্দ্র মন্ডল, প্রকাশক : শঙ্কর দত্ত, মূল্য : ৭০ টাকা, সন্ধ্যা প্রকাশন, ১৪/১, রাজা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

বসিরহাট (দক্ষিণ) বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী

দীপেন্দু বিশ্বাস কে

এই ভোট চিহ্নে দিয়ে

বিপুল ভাবে জয়ী করুন

সৌজন্যে: নির্মল ঘোষ, (বিধায়ক ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল পর্যবেক্ষক)

নবদিগন্ত পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান

মলয় সুর

হুগলি: চন্দননগর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাগৃহে এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চন্দননগর নবদিগন্ত পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিন সন্ধ্যায় মঞ্চে চন্দননগরের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তীকে সবুজের স্পর্শে টবে সেগুন গাছের চারা দিয়ে সংবর্ধিত করেন বয়সে খুবই নবীন পত্রিকার সম্পাদক সৈকত দত্ত। এবারে তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল, 'লেখক বাড়ছে ভাল পাঠক কই' এছাড়া 'বাংলা গল্প কতটা পরিবর্তনের পথে'। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অংশ নেন মানস সরকার, সাহিত্যিক শতদ্রু মজুমদার ও প্রণব সুর। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল বয়সে তরুণ ও নবীন কবিদের কবিতা পাঠ, গল্প পাঠ যেন মনে করিয়ে দেয় তরুণ প্রজন্ম আজও সাহিত্যের উপর ভর করে বেঁচে থাকে।

এই নবদিগন্তের অষ্টম সংখ্যার হাত ধরেই তরুণ কবিদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য দে, সুব্রত ঘোষ ও গীতশ্রী কোলে প্রমুখ। শুনতে শুনতে শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। তরুণ কবি সুব্রত দেব, মধুরিমা কুণ্ডু ও শুভব্রত ঘোষালের গল্পপাঠের মাধ্যমে মন ছুঁয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি দর্শকদের বাড়তি পাওনা। খুব সহজেই মনের ভাবকে আত্মস্থ করে পরিবেশনে তা দক্ষতা দেখিয়েছেন। অনবদ্য এই অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শুভম বর্ধন। সম্পাদক সৈকত দত্ত, সুরজিৎ দাসের নিপুণ শৈল্পিক ছোঁয়ায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিপূর্ণতা পায়। সঞ্চালনায় ছিলেন সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী পূরবী কোলে।

'বয়' থেকে আড়তদার সুকুমার মাহাতো

সুন্দরবনের ডায়েরি

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

অনেক সময় মুটেরা যেমন গমের, ধানের অথবা চালের বস্তাকে পিঠের ওপর নিয়ে যান, বাপন বৈদ্যও সেরকম আমাকে আর আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধুকে পিঠে করে নিয়ে নৌকোয় নামিয়ে দিল। আমাদের জানা ছিল না যে সময় নৌকো ছাড়বে, তখন পুরো ভাটা। এক হাঁটু কাদার ওপর দিয়ে যেতে হবে। আমরা জুতো–মোজা–প্যান্ট খুলে বারমুডা পরে নামতে চাইলাম। বাপন কিছুতেই রাজি হল না। আমাদের আপত্তিকে তোয়াক্কা না করে, পিঠে করে নিয়ে আমাদের পৌঁছে দিল। একত্রিশ বছর বয়েসের বলিষ্ঠ যুবক সে। তাদের নৌকো, সেই মাঝি। রাতে আমরা বাপনদের বাড়িতে ছিলাম। ছোট মোল্লাখালির হেঁতালবাড়ি আর কালিদাসপুরের সংযোগস্থলে তার বাড়ি। গাঁড়াল নদীর পঞ্চরাম ঘাটের কাছেই। নৌকাটা বে–ঘাটে গাছের গায়ে বাঁধা ছিল রাতে। কংক্রিটের পঞ্চরামের ঘাটে থাকলে এ ঝক্কি পোয়াতে হত না। যাইহোক, বাপন এখন আমাদের নৌকোতে করে নদী পথে ছোট মোল্লাখালির ৯ নম্বর কালিদাসপুরে নিয়ে যাবে। সেখানে দুর্গাপদ বিশ্বাসের বাড়িতে আমরা যাব। আমাদের সঙ্গে আছেন সুকুমার মাহাতো (৩৬)। ন্যাজাটের কাঁকড়ার বড় আড়তদার। এই প্রোগ্রামের হোতা তিনিই।

দুর্গাবাবুর চেম্বার চাষ আছে। ডিম বিহীন মেয়ে কাঁকড়া ও অপুষ্ট পুরুষ কাঁকড়াকে ছোট অগভীর জলাশয়ে ১৫–২০ দিন পালন করাকে চেম্বার চাষ বলে। দুর্গাবাবু চেম্বারের কাঁকড়াগুলোকে সুকুমার মাহাতোর আড়তে বরাবর বিক্রি করেন। সেই সূত্রে আড়তদারের সঙ্গে দুর্গাবাবুর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দুর্গাবাবুর ব্যবসা থেকে যে পরিমাণ লাভ হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না। সুকুমারবাবু দুর্গাবাবুকে বললেন, আপনি চেম্বার থেকে কাঁকড়া ধরার জন্য মজুর নিয়োগ করেন। তার জন্যে ঘণ্টায় ১০০ টাকা মজুরি দিতে হয়। এ কাজটা যদি আপনি অথবা আপনার ছেলে করেন, তাহলে টাকাটা বেঁচে যায়। খালি হাতে চেম্বার থেকে কাঁকড়া ধরতে গেলে বিশেষ দক্ষতা দরকার। সেই দক্ষতা দুর্গাবাবু বা তাঁর ছেলের নেই। সুকুমার মাহাতো ন্যাজাটের সবচেয়ে বড় এং সফল কাঁকড়ার আড়তদার। খুব ব্যস্ত মানুষ। তা সত্ত্বেও দুর্গাবাবুকে পরামর্শ দিলেন, তিনি নিজে গিয়ে দুর্গাবাবুকে এবং তাঁর ছেলেকে চেম্বার থেকে কাঁকড়া ধরার পদ্ধতি হাতে–কলমে শেখাবেন। কোন দিন যাবেন সেটা সুকুমারবাবু আগে থেকে দুর্গাবাবুকে জানিয়ে দেবেন। সুকুমারবাবু দিন ঠিক করে দুর্গাবাবুকে জানিয়ে আমাকেও খবর দিলেন। কারণ, সুকুমারবাবুকে আগে থেকে আমার ইচ্ছার কথা জানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি আমার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গী করলেন। আমাদের এই নৌকো যাত্রা সেই ইচ্ছার অঙ্গ।

সুন্দরবনের কাঁকড়ামারাদের ওপর বই লেখার প্রয়োজনে সুকুমারবাবুর কাছে একাধিকবার যেতে হয়েছিল। তার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার একটা সখ্যতা তৈরি হয়েছে। যার জোরে, নৌকোতে যেতে যেতে, সুকুমারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি একজন এতবড় আড়দার, এত ব্যস্ত, তা সত্ত্বেও দুর্গাবাবুর মতো একজন ছোট সাপ্লায়ারকে (কাঁকড়ার যোগারদার) কাঁকড়া ধরা শেখাতে দুটো দিন (যাতায়াতের সময় ধরে)নষ্ট করবেন?' সুকুমারবাবুর চটজলদি জবাব, 'এই ছোট ছোট ব্যবসাদাররাই তো আমাকে বড় আড়তদার বানিয়েছে। দুর্গাবাবুর ব্যবসা যাতে লাভজনক হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করছি তো আমারই স্বার্থে। তার ব্যবসা ভালভাবে চললে, তবেই তো আমার লাভ হবে। তার লোকসান হলে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তো আমার ক্ষতি।' সুকুমারবাবু এবার থামলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, এই যে আপনারা দু'জন আমার বাড়িতে এসেছেন, আমি আপনাদের এখানে নিয়ে এলাম, এতে হয়ত আপনাদের উপকার হবে। কিন্তু আমারও উপকার হবে। আপনি যদি কারোর উপকার করেন, কোনও না কোনও সময়ে কারোর কাছ থেকে আপনিও সাহায্য পাবেন। আমি এই নীতিতে আজও বিশ্বাস করি। ভাবতে থাকি, এই নীতিতো ভালই, তবে তো সবাই সবার উপকার করে। সুকুমার এবার বলছেন, 'কাকু, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আমি একদম লেখাপড়া জানি না। মোবাইলে আপনার নাম পড়তে পারব না। কিন্তু আপনার নম্বর আমি চিনে রাখব। ফোন করলেই বুঝতে পারব। আমি ন্যাজাটের কাঁকড়ার আড়তে 'বয়'–এর কাজ করেছি। আমাকে কোনও পয়সা দিত না। শুধু খেতে দিত। আজকে আপনাদের আশীর্বাদে আমি আড়ত করেছি। আমার দেড় হাজার সাপ্লায়ার। আমি তাদের ৩৫ লক্ষ টাকা দাদন দিয়ে রেখেছি। তারাই আমার ব্যবসাকে দাঁড় করিয়েছে। লোকের বিশ্বাস আর ভালবাসা আমার সম্বল।'

আমরা হা করে সুকুমারবাবুর কথা গিলছিলাম। বাপন বলল, আমরা এসে গিয়েছি। দুর্গাবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সুকুমার মাহাতো তাঁর জামা–প্যান্ট খুলে, বারমুডা পরে জলে নেমে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে দুর্গাবাবু ও তাঁর ছেলে জলে নামলেন। সুকুমারবাবু খালি হাতে টপাটপ কাঁকড়া ধরছেন। আমরা মহানন্দে সেই ছবিগুলি তুলছি। কাঁকড়া ধরার কাজ শেষ করে দুর্গাবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে ওইদিন সন্ধ্যে ৭টায় আমরা বাপনদের বাড়িতে ফিরলাম।

পেঁড়োয় নতুন থানা হতে চলেছে

অভিজিৎ হাজরা

আমতা: সম্প্রতি হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুর সমবায় সদনে এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকার নাগরিক সমাজের সঙ্গে প্রশাসনের সমন্বয়কে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল।

উদয়নারায়ণপুর ও আমতা থানার ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে একটি নতুন থানা গঠন করার প্রয়োজনীয়তা ও তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে বলে জানালেন উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা।

নতুন থানার জন্য পেঁড়ো গ্রামকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। উলুবেড়িয়ার সাংসদ সুলতান আহমেদ এই থানা গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন। এই থানা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ–এর কাজ অতি দ্রুততার সঙ্গে করার আবেদন রাখেন।

এই আলোচনা সভায় অংশ নেন হাওড়ার এ.ডি.এম (ডেভেলপমেন্ট) আর্শাদ ওয়ার্সি, এ.ডি.জি (সাউথবেঙ্গল) সি.ভি মুরলীধরন, ডিআইজি (পি.আর) সুব্রত মিত্র, হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) পুলিশ সুপার ভারতলাল মিনা, উলুবেড়িয়ার এস.ডি.পি. ও শ্যামল সামন্ত প্রমুখ।

এছাড়াও এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন উদয়নারায়ণপুরে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুরজিৎ ঘোষ, মুন্সিরহাটের সি.আই, আমতার সি.আই, উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ।

ক্রমবর্দ্ধমান জনস্ফীতির চাপ সামলানোর জন্য এবং চুরি–ডাকাতি–দাঙ্গা–সহ অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ কমানো ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সভায় উদয়নারায়ণপুর থানাকে নবরূপে সাজানোরও এক বিশেষ পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

হাওড়ার আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে সোচ্চার জনতা দল (ইউনাইটেড)

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে এই সাড়ে তিন বছরে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন জনতা দল (ইউনাইটেড)–এর রাজ্য সভাপতি অমিতাভ দত্ত।

হাওড়ার বঙ্কিম সেতুর নিচে অনুষ্ঠিত সভায় তোপ দেগে তিনি বলেন, শুধু আইনশৃঙ্খলার অবনতিই নয় রাজ্যের প্রতিটা প্রান্তে প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্তে পথে–ঘাটে মেয়েরা নির্যাতিতা হচ্ছে। শাসকদলের নেতা–কর্মী–সমর্থকরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকছে। মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রমোটাররাজ হাওড়া শহরে মাথাচাড়া দিয়েছে। শাসকদলের নেতা–কর্মী–সমর্থক–প্রমোটাররা দলীয় ছত্রছায়ায় থাকায় অপরাধীদের প্রতি পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। তিনি অভিযোগ করেছেন জেলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সরকারি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এক সময়ে এই হাওড়া শহরকে ভারতের 'বার্মিংহাম' বলা হত। অথচ সেখানে এখন একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই বন্ধ কারখানাগুলি প্রমোটাররা দখল নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে হাওড়ার ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো রেল প্রকল্পের কাজ। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সব দেখে শুনে মুখে কলুপ এঁটেছেন। বর্তমান মহাকরণ হাওড়ায় চলে এলেও হাওড়ার সমস্যা সেই তিমিরেই থেকে গিয়েছে। রাজ্যে শাসনক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর দুর্নীতি–অত্যাচার শতগুণ বেড়ে গিয়েছে।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখেছিলেন হাওড়া শহরে মেট্রো চলবে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু হলেও মাঝপথে থমকে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হয়নি। হাওড়া ময়দান ব্যস্ততম অঞ্চল হলেও সেই পথে চলতে মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার সরকারি নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছেনা।

এইসমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে জনতা দল ইউনাইটেড সোচ্চার হয়েছে। এই দিনের বিক্ষোভ সমাবেশের পর জনতা দল ইউনাইটেডের এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশনও দেন।

ইলিশ ও পর্যটন উৎসব '১৪

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪, শুক্রবার বিকাল ৫টায় ডায়মন্ড হারবার প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে ইলিশ ও পর্যটন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছোট ইলিশ না ধরা। আমন্ত্রিত অতিথিগণ হলেন – শ্রী মন্টুরাম পাখিরা (মন্ত্রী, সুন্দর বন উন্নয়ন দফতর), শ্রী চন্দ্রনাথ সিংহ (মন্ত্রী, মৎস্য দফতর), শ্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা (মন্ত্রী, সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর), শ্রী দীপক হালদার (বিধায়ক ডায়মন্ড হারবার), শ্রী যোগরঞ্জন হালদার (বিধায়ক কুলপি)। এছাড়াও থাকছেন শ্রীমতি মীরা হালদার (চেয়ারপার্সন, ডায়মন্ড হারবার পুরসভা)। বাংলাদেশের বিভিন্ন কবিরাও থাকছেন এই উৎসবে। থাকছে সাংস্কৃতিক মঞ্চের আয়োজন। এই উৎসবটি পরিচালনা করছেন সাকিল আহমেদ (কুসুমের ফেরা), আবদুল রব (সভাপতি)।

মাঙ্গলিকী

বেণুবনে চড়ুইভাতি

শীতের প্রহরে গড়িয়ার বেণুবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার চড়ুইভাতি, অংশগ্রহণ করেছিলেন পত্রিকার লেখক–লেখিকারা, উপস্থিতির সংখ্যা ১০০য় পৌঁছে গিয়েছিল। অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির আসর এই চড়ুইভাতির কথা দেরিতে হলেও আলিপুর বার্তার 'মাঙ্গলিকী'র কলমে বিস্তৃত বর্ণনার দাবি রাখে।

আসর সঞ্চালনা করেন শিক্ষা জগতেরই মানুষ, বিশিষ্ট কবি নিতাই মৃধা। উষ্ণ স্বাগত ভাষণে তিনি সকলকে পারিবারিক সূত্রেই বেঁধে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের কয়েক কলিকে কেন্দ্র করে মননশীল স্বরচিত গানে, স্বসুরাপিত অনবদ্য পরিবেশনে আসরকে প্রথমেই উজ্জ্বল করলেন স্বনাম খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নবকুমার। এছাড়াও শুনিয়েছেন তাঁর আরও কয়েকটি জনপ্রিয় গান। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির উজ্জ্বল ইতিহাসবিদ, গবেষক, ৮০'র কোটায় পৌঁছেও 'তারুণ্যে পূর্ণ প্রাণ' মোহিত গুপ্ত শুনিয়েছেন 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য' কবিতার ইংরাজি অনুবাদ। আসলে এদিন আসরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতাপ্রেমী, বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ন (মোহিত গুপ্তেরই সমবয়সী, সদা তারুণ্যে উচ্ছল!) – তাঁরই সম্মানে মোহিত গুপ্ত রবীন্দ্র কবিতার ইংরাজি অনুবাদ শোনান। যেমন স্বরচিত ইংরাজি কবিতা শোনান সঞ্চালক শ্রী মৃধা। আসরে সবার সঙ্গে রণ চ্যাটবার্নের পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক–জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রণ তাঁর বক্তব্যে কলকাতার সাধারণ মানুষজনের উষ্ণ ভালবাসার কথা বারবার বলেন, তাঁর সহজ সরল মাতৃভাষায়। বলেন ইংল্যান্ডের ডোভার অঞ্চলে তাঁর বড় হয়ে ওঠার কথা। সাহিত্য প্রেমী রণ, কবি ব্রাউনিং–এর বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন, মননশীল ব্যাখ্যা দেন।

বরিষ্ঠ প্রবন্ধক জ্যোতিবল্লভ সাহার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি নিয়ে ভাষণ ছিল অতি তথ্যপূর্ণ এবং মনোগ্রাহী (দুঃখের বিষয় তাঁর ঋদ্ধ ভাষণের পরেই আসরে উপস্থিত জনৈক কবি, গায়ক উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্রীভাবে বলেন, আজকের এই আসরে কবিতা, গল্প, গানই উপযুক্ত। প্রবন্ধ নয় – তিনি সুনিশ্চিতভাবে কিছুটা হলেও আসরকে মলিন করলেন)।

এদিন রণের সম্মানে স্বরচিত ইংরাজি কবিতা শুনিয়েছেন কৃষ্ণপদ সাহা। বাসুদেব দাস শুনিয়েছেন ছড়া ও পল্লীগীতি। সুভাষ রায়ের পল্লীগীতিও খুবই উপভোগ্য হয়। শ্রীমতি পিয়ালি (পদবী জানা নেই, এজন্য প্রতিবেদক দুঃখিত), 'ভাদর আসিল' বিখ্যাত গানটির সঙ্গে যথাযথ নৃত্য পরিবেশন করে আসরকে অন্যমাত্রা দিলেন। অপরদিকে জাদুকর অরুন বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু মজাদার জাদু দেখিয়ে আসরকে জাদুময় করেন। কল্পনা সেনগুপ্ত শুনিয়েছেন স্বরচিত, স্বসুরাপিত গান (তাঁর গানে একই ধরনের সুর ফিরে ফিরে আসে – কেন?) নানান বিষয় নিয়ে বক্তব্যে উজ্জ্বল ছিলেন পূরবী গুপ্ত, সমীর কুমার পাঠক প্রমুখ। উপভোগ্য স্বরচিত কবিতা ছড়া শুনিয়েছেন শিশির ঘোষ, শঙ্কর গুপ্ত, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার মণ্ডল, অলোকবরণ সরকার প্রমুখ। দুর্দান্ত রম্যরচনা (রামায়ণের কাহিনী নিয়ে) শুনিয়েছেন নরেশ জৈন। যথাযথ আবৃত্তি শুনিয়েছেন কেয়া দাস বিশ্বাস, পিয়ালি রায় প্রমুখ। বিবিধ গান শুনিয়েছেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব মুখার্জি, জয়ন্তী গুপ্ত প্রমুখ। মজার কাহিনী শুনিয়েছেন স্বপন শী। মোহিত গুপ্তও শুনিয়েছেন ৮০ বছরের পুরনো বাঈজীদের রম্যগীতি। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শুনিয়েছেন 'দুই বাঁদরের গপ্পো' শীর্ষক কৌতুক কণা।

সব শেষে আলাদাভাবে যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন ত্রিকাল পত্রিকার সম্পাদক (তৎকালীন সম্পাদক), লেখক, দক্ষ সংগঠক যুবা প্রতিভা মধুসূদন করের কথা। তিনি অনুষ্ঠানের সব দিক নিয়ে সকাল থেকে ব্যস্ততার মধ্যেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিকাল পত্রিকা নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সাফল্যের জন্যে শ্রী করকে সকলেই অভিনন্দন জানান।

ডার্বিকে ঘিরে ফের চেনা ছন্দে তিলোত্তমা

ছবি : অরুণ লোধ

পারঙ্গম বিশ্বাস

ফের আরও একবার কলকাতা মহানগরী প্রমাণ করল সে আছে কলকাতাতেই। মিছিল-মিটিং, জ্যামজট, সংস্কৃতির পীঠস্থান একাধারে এখনও ভারতীয় ফুটবলের মক্কাও বটে। হ্যাঁ এই ফুটবলের মরা বাজারেও কলকাতা মাঠে শুধু ডার্বি ম্যাচকে ঘিরে যে উত্তেজনা জন্মায় তা গোটা দেশে বিরল। এই জন্যই বারংবার জাতীয় লিগ তথা আই লিগ ঘরে তুলেও গোয়ার ক্লাবগুলি বঞ্চিত থেকে যায় ফুটবল উন্মাদনার এই সুনামী থেকে। আশা করা যায় ফুটবলকে ঘিরে কলকাতা এবং রাজ্যের আবেগকে অনেকাংশেই বাড়িয়ে তুলবে কলকাতায় স্প্যানিশ ছোঁয়া দল আনা দল অ্যাটলেটিকো। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষুরধার মস্তিষ্কে শানিত হবে শহর। তার আগেই গত রবিবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ ঘিরে যেভাবে আন্দোলিত হল সল্টলেক স্টেডিয়াম তা নিঃসন্দেহে গোটা দেশের কাছে বিশাল বিজ্ঞাপন হয়ে থাকল। এই ম্যাচে নিয়ম অনুযায়ী একটি দল জিতেছে প্রত্যাশিতভাবে।

ম্যাচের ফল হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ৩-১। কিন্তু বহুদিন পরে যেভাবে সদস্য-সমর্থকের ভিড়ে বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়াম প্লাবিত হয়েছে তা কল্পনাতীত। খেলার ফলাফলের চেয়েও এখানে বড় হয়ে গিয়েছে বাংলার ফুটবলকে ঘিরে এই উচ্ছ্বাস। যা ভূ-ভারতে আশাতীত ব্যাপার।

রবিবাসরীয় এই ডার্বি ম্যাচে আর যে জিনিসটা বেশি করে নজরে এল তা হল নবপ্রজন্মের মাঠে উপস্থিতি। যার মধ্যে আবার একটা বড় অংশ মহিলা।সদ্য শেষ হওয়া ব্রাজিল বিশ্বকাপের কোলাজ এখন কলকাতার মাঠে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অনুভূতি জাগাচ্ছে বাংলাকে। শুধু খেলার মাঠের বাইরের পরিবেশ নয়, ডার্বির মানেও খুশি ফুটবলপ্রেমী বাঙালি। সেদিন রবিবার হওয়ার ফলে যারা ভেবেছিলেন ফুটবলমোদীরা ঘরে বসে অলস মুডে টিভিতে খেলা দেখবেন তারা কার্যত মুর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন। মরশুমের প্রথম ডার্বিতে ক্রিকেটের পরিভাষায় বললে মাঠ ছিল পুরো 'খচাখচ' ভরা।যুবভারতীর এই ব্যাপক ভিড় দেখে অনেকে রোমন্থণ করছিলেন ১৯৯৭ সালের ডার্বি ম্যাচের কথা। ওইদিন অমল দত্তের ডায়মন্ড সিস্টেম এভাবেই লোক টেনেছিল মাঠে। প্রায় ১৭ বছরের সেই উত্তেজনার আঁচ আবারও টের পেল কলকাতা।

এটা ঠিক এর আগেও মোহন-ইস্ট ম্যাচ ঘিরে এই উন্মাদনা ছুঁয়ে গিয়েছে এই শহরকে। কিন্তু এবার যেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবলের তীর্থনগরী। এটাই তো দরকার সবসময়ের জন্য। এই স্পিরিটটাই হারিয়ে গিয়েছে গড়ের মাঠ থেকে। তার ওপর এতো আবার যে সে ডার্বি নয়, খোদ কলকাতা মাঠের মহারণ। যে ডার্বির সঙ্গে মানুষ তুলনা টানে রিয়াল-বারসা লড়াই কিংবা আরসেনাল-ম্যাঞ্চেস্টার সমরের। তাছাড়া আরও একটি কারণে এই লড়াই বরাবর প্রাধান্য পেয়ে আসছে। তা হল এই বড় ম্যাচ আবার চিহ্নিত ঘটি-বাঙালের লড়াই হিসেবে।

হালফিলে সেই আবহ অনেকটাই ম্লান হতে বসেছিল। সেটাই যেন কোনও এক পরশ পাথরের স্পর্শে। বহুদিন পরে ফেরত এল মাঠে। এবারের লড়াইকে ঘিরে বাজারে জোর বিকিয়েছে ইলিশ-চিংড়ি। তারওপর নানা বয়সী দর্শকের আগমণে পুরো ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। খেলার কথা তো আগেই বলা হয়েছে। খেলার প্রথমার্ধে চুটিয়ে খেলেছে বাগান। প্রথম গোলটা হজম করার পর সবুজ-মেরুন দল যে উজ্জীবিত ফুটবল উপহার দিয়েছে তা বাধিয়ে রাখার মতো। সুভাষ ভৌমিকের দল যে ওয়ান টাচ ফুটবল তুলে ধরেছিল তা এককথায় অনবদ্য। একইভাবে বলতে হবে কেভিন লোবোর একক প্রয়াসে ইস্টবেঙ্গল যে পেনাল্টি গোল তুলে নেয় তা যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত। এরপর অবশ্য মাঠে পুরো রাজত্ব করে বাগান-ব্রিগেড। ফলস্বরূপ গোল শোধ করতেও অপেক্ষা করতে হয়নি সবুজ-মেরুন দলটিকে। কিন্তু ভালো খেলেও গোল হজম করতে হয় বাগানকে, সেই প্রথমার্ধেই।

এবার জোয়াকিম আব্রাঞ্চাসের একটি অসাধারণ বিশ্বমানের শট পরাজিত করে বাগান গোলকিপার শিলটন পালকে। এভাবে ভাল খেলেও ১-২ পিছিয়ে থেকে ফাস্ট হাফ শেষ করে ম্যাকডোয়েল মোহনবাগান। সেকেন্ড হাফের শুরু থেকে অবশ্য চেনা ছন্দে ফিরে আসে ইস্টবেঙ্গল। এবার মনে হতে থাকে ম্যাচে এগিয়ে থাকা দলের ছেলেরাই খেলছে। যার পরিণামে র‍্যান্টি মার্টিনস ম্যাচে তাঁর দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোল করে মোহনবাগানের কফিনে শেষ পেঁরেকটা পুতে দেন।

এই ডার্বিতে অবশ্য রেফারিং নিয়ে খানিক অসন্তোষ থেকেই যাবে মোহন শিবিরে। প্রথমার্ধে বাগান গোল শোধের প্রাক মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের মেহতাব হুসেনের হাতে লেগেছিল বল, একদম বক্সের মধ্যে। ফিফা রুল বলছে ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত বক্সে হাতে বল লাগলে পেনাল্টি। এটা ছাড়াও মোহনবাগানের অপর একটি গোল অফসাইডের জন্য বাতিল করে দেন রেফারি।হয়তো সেটা অফসাইডই ছিল, তাও এই ধরণের অসন্তুষ্টি বড় ম্যাচে জন্মানো আদৌ সুস্থ লক্ষণ নয়। ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর পাশাপাশি সংগঠকদের দরকার এইদিকেও নজর দেওয়া। অন্ততপক্ষে এই ধরণের বড় ম্যাচের প্রাক্কালে বিদেশি কিংবা নিদেনপক্ষে বাইরের রাজ্যের যোগ্য ফিফা রেফারিকে ম্যাচ পরিচালনার ভার সঁপা উচিত। কলকাতা ফুটবলে হালফিলে যে সারদার ছায়া দেখা গিয়েছে তার প্রেক্ষিতে এই ম্যাচ অতি অবশ্যই একটা বড় রিলিফ বা প্রশান্তি সকলের কাছেই। এখন এটা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ কলকাতার কাছে। কারণ ফুটবল মিশে আছে আমাদের রক্তে, সেই আস্বাদন চায় ভাল ফুটবল, আনন্দের উৎসবে পরিপূর্ণ ফুটবল। যা দিতে পারে সব খেলার সেরা বাঙালির সেই ফুটবল।

জাদুময় প্রত্যাবর্তন টিম ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ছিল রুমাল। হয়ে গেল বেড়াল। হ্যাঁ, ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সাম্প্রতিকতম পারফরমেন্সকে ম্যাজিকের পরিভাষায় তুলে ধরাটাই বোধহয় সর্বোকৃষ্ট। টিম ধোনির বিজয়রথের চাকায় গুড়িয়ে যাচ্ছে অ্যালেস্টার কুকের দল। এখনই ৩-০ এগিয়ে সিরিজ পকেটে পুরে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। বাকি মাত্র একটি খেলা। সেটিতে জিতে এখন হোয়াইট ওয়াশের পালা সাঙ্গ করতে চাইছে ধোনি ব্রিগেড। একইসঙ্গে বোঝা যাচ্ছে মহেন্দ্র সিং ধোনির ললাট কতটা চওড়া। যে ধোনির দল টেস্টে ১-০ এগিয়ে থাকা অবস্থা থেকেও ১-৩ হেরে রীতিমতো দুরমুশ হয়েছিল তারাই এখন ফ্রন্টফুটে। ধোনির কেরিয়ারের দিকে তাকালে এমন অনেক উদাহরণ চোখে পড়বে। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মাটি থেকে পর্যুদস্ত হওয়ার পরেও এই ধোনির নেতৃত্বে বারংবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারত। যার ফলস্বরূপ ভারতের ঘরে এসেছে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, মিনি-ওয়ার্ল্ড কাপ প্রভৃতি ট্রফি। এর প্রেক্ষিতে আবার ধোনি সম্পর্কে একটা প্রবাদ চালু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে। শুধু এদেশ বলে নয়, এই প্রবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বেই। সেটি হল ধোনি হল আসলে কেদিবসীয় ক্রিকেটের মাস্টার বা মানানস ই অধিনায়ক। কিন্তু টেস্টের বর্ম গায়ে চড়ালেই সেই ধোনিরত দৈণ্য দশা বেরিয়ে পড়ে। একথাটা কিন্তু অনেকাংশেই সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাই ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট সিরিজে ওই নিদারুণ পরাজয়ের পরেও একদিনের সিরিজে কলার উচিয়ে ঘুরছে ভারতীয় প্লেয়াররা। এই দলের সঙ্গে মাত্র এক-দুজন যুক্ত হয়েছেন এই সিরিজে। নচেৎ বাকিরা এই টেস্ট সিরিজেই ইঁদুর থাকার পর হঠাৎ করে বাঘ হয়ে উঠেছেন। সুরেশ রায়না দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা নিঃসন্দেহে এই দলের পক্ষে ভালো খবর। রায়না যেভাবে এই সিরিজটা শুরু করেছেন তাতে ইংরেজ বোলারদের দুর্ভাগ্য আরো বেড়ে গিয়েছে। তাছাড়া টেস্ট সিরিজে শীত ঘুমে চলে যাওয়া ফর্ম ফিরে পেয়েছেন বিরাট কোহলি। অসাধারণ খেলছেন অজিঙ্কে রাহানেও। তার ওপর অধিনায়ক নিজে তো আছেনই। ওপেনিং জুটি নিয়ে যে সমস্যা টেস্ট সিরিজে ভুগিয়েছে ভারতীয়দের তাও বিলকুল উধাও। শিখর ধাওয়ান ফিরে পেয়েছেন তা ম্যাজিক টাচ। এত কিছু ভালোর সঙ্গে সঙ্গত করছে ধোনির দলের বোলিং বিভাগও। দুই স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন আর রবীন্দ্র জাদেজা তো ব্যাট এবং বল হাতে কামাল করছেন হররোজ। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে ফের ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন বাংলার শামি আহমেদ। তাঁর পাশে যথেষ্ট মানানসই দেখাচ্ছে বরুণ অ্যারন এবং ভুবনেশ্বর কুমারকে। সবমিলিয়ে সোনে পে সুহাগা। ধোনির পরিবার এখন সত্যিই খুব সুখী। আগামী বছর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের আগে তাই বলা চলে অ্যাডভান্টেজ টিম ইন্ডিয়া।

পার্বতী আত্মহত্যা করতেন

অভিজিৎ হাজরা

হাওড়া: ভাঙা মাটির ঘর, টিনের চাল, বাঁশের দরজা-জানালার মধ্যে রাত কাটিয়েই ন'বার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পাঁচটা ন্যাশনাল গেমস ও দশটা সিনিয়র ন্যাশনালে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশ ও রাজ্যকে এনে দেবেন অনেক সম্মান। কিন্তু হাওড়া দেউলপুরের পার্বতী ভট্টাচার্যের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। কয়েকবছর আগেই এই কৃতী ভারোত্তলকের সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে একটা চাকরির অভাবে। একটা চাকরি জন্য পার্বতী কি করেননি? গিয়েছেন হাওড়া জেলা ভারোত্তলক সম্পাদকের কাছে। গিয়েছেন তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কাছে। প্রতিবারই আশার বাণী শুনেছেন।

সুভাষ চক্রবর্তীর কথাগুলো আজও দাগ কেটে রয়েছে। – 'এশিয়াড থেকে একটা পদক আনলে তবেই চাকরি পাবে।' পার্বতীর জিজ্ঞাসা রাজ্যের বহু খেলোয়াড় তো চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা সবাই কি এশিয়াড, অলিম্পিক থেকে পদক এনেছে? ক্রীড়ামন্ত্রীর কথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধিক্কার জানিয়ে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ওয়েট লিফটিং-এর ধারে কাছে আর যাবেন না।

সত্যিই প্রতিজ্ঞাটা তিনি রেখেছেন, ওয়েট লিফটিং-এর ধারে কাছে আর যাননি। অভাবের তাড়নায় তাঁর মায়ের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করেছেন। বিবাহিত জীবনটাও সুখের হয়নি। স্বামী মারা যাওয়ার পর বেছে নিয়েছিলেন জরির কাজকে। সেই কাজও করতে পারেনি। কারণ এতে মজুরি ছিল অল্প। খেলা চালানোর জন্য তিনি আগে যে অর্থ ধার করেছিলেন জরির কাজ করে যে অর্থ পেতেন তা দিয়ে সংসার চালিয়ে ঋণ শোধ করা যাচ্ছিল না। ঋণ শোধের টাকা তাকে গায়ে গতরে মেটাতে হয়েছে।

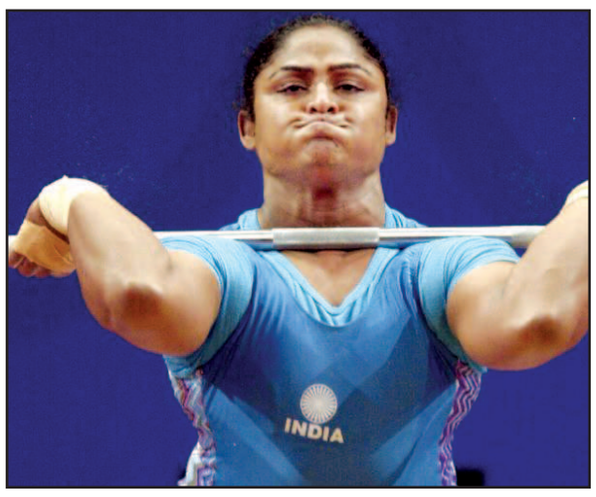

খেলোয়াড়ি জীবনে একবারই মাত্র পি.সি. চন্দ্রের কাছ থেকে ১০০০ টাকা করে বৃত্তি পেয়েছিলেন। তারা পার্বতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আবার চ্যাম্পিয়ন হলে বৃত্তি দেবে। এরপর তিনবার রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হলেও ওদের কাছ থেকে আর বৃত্তির টাকা পাননি। টাকা দিয়েছিল অন্যজনকে। পার্বতীর প্রশিক্ষক রূপক দাস দুঃসময়ে মাঝে মধ্যেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'বিরাট প্রতিশ্রুতি আর প্রতিভা ছিল। কিন্তু প্রতিভা থাকলেই তো আর হবে না। দরকার প্রতিভার লালন-পালন করার। তা আর হল কোথায়। চরম দারিদ্র্যতাই ওকে শেষ করে দিল।

একটা সময় নিজের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু বেঁচে গিয়েছিলেন। এখন সবকিছু ভুলে এক মেয়ে ও মাকে নিয়ে সংসার চালাতে হচ্ছে ৫০ জন ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে যোগাসনে মেতে রয়েছেন। আর এর থেকে অর্জিত অর্থই তার সংসারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর সত্যিই যদি পার্বতী আত্মহত্যায় করত তাহলে বাংলার খেলাধূলা জগতে তা হত এক দুঃখজনক ঘটনা। আরও লজ্জা পেত বাংলার ক্রীড়া জগৎ।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭

বিখ্যাত শহিদ কানাইলাল দত্ত'র জন্মদিন। কারাগারে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে তিনি হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও দেশনায়ক শরৎচন্দ্র বসু'র জন্মদিন। সহোদর সুভাষচন্দ্রের সকল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সহায়ক ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

স্বদেশী যুগের সর্বত্যাগী কংগ্রেস-কর্মী দেশনায়ক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী'র মৃত্যু দিন। পাবনার বারেঙ্গ গ্রামে জন্ম। গান্ধিজী'র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে ১৯২২ সালে তিনি কারাবরণ করেন।

৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। বিএ পাঠকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে কলেজ ত্যাগ করেন। দেশভাগের পর তাঁর নিজের ঘর আগুনে পুড়ে গেলেও গ্রামে গ্রাম ঘুরে সম্প্রীতির আদর্শের প্রচার করতে থাকেন।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

বিপ্লবী প্রফুল্লকুমার চৌধুরী'র মৃত্যু দিন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের সময় থেকেই অনুশীলন সমিতির কিছু বিশিষ্ট যুবনেতার সান্নিধ্যে আসেন। দেশবন্ধু প্রবর্তিত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ভলান্টিয়ার কোর-এরও তিনি সুদক্ষ দলপতি ছিলেন।

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫

'বাঘাযতীন' নামে খ্যাত বীর বিপ্লবী অধিনায়ক শহিদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু দিন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। বিচারে খালাস পান।

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮

বিপ্লবী শহিদ বিনয়কৃষ্ণ বসু'র জন্মদিন। ডাক্তারি অধ্যায়নকালে সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগদান করেন। ঢাকায় লোমান হত্যার পর আত্মগোপনের সময় সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত-সহ রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কারাধ্যক্ষ সিম্পনস ও স্বরাষ্ট্র সচিব মারকে হত্যা করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হন। বিষ খেয়ে ও নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা তাঁর নিষ্ফল হলে তিনি ধৃত হন এবং পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

একটু হাসো

শিক্ষক: টুটুন, ৫টা জিনিসের নাম বল যাতে দুধ আছে।
টুটুন: আইসক্রিম, মাখন, চিজ আর ২টি গরু।

(অরুণ ব্যানার্জির সংগ্রহ থেকে)

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছোট্ট পুকুরে দুটি হাঁসকে টিফিন খাওয়ায় ঋতজা। নিজের টিফিন খায়নি, সবাই বোঝে তা।

ঋতজা বোস, রামমোহন মিশন, তৃতীয় শ্রেণী

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

ধাঁধা

গত সংখ্যার
উত্তর: পুকুর।

ভাণ্ডার উজার করে
যতই দান করে
ভাণ্ডারের মাল কভু নাহি কমে
বরং শুধু বাড়ে,
জমিয়ে রাখলে কমে।

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ২৮.০৮.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।